পারা ৩০

সূরা নাবা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا

১। 'আম্মা ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২। 'আনিন্নাবায়িল্ 'আজীমি ৩। ল্লাযী হুম্ ফীহি মুখ্‌তালিফূন্। ৪। কাল্লা-
(১) কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে? (২) সেই বিরাট বিষয়ের, (৩) যাতে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল। (৪) না,

سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ

সাইয়া'লামূন্। ৫। ছুম্মা কাল্লা সাইয়া'লামূন্। ৬। আলাম্ নাজ্'আলিল্ আর্‌দ্বোয়া মিহা-দাঁও ৭। অল্ জ্বিবা-লা
শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) আবারও বলি, শীঘ্রই জানতে পারবে। (৬) ভূমিকে কি বিছানা সদৃশ করিনি? (৭) পাহাড়কে

اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

আওতা-দাঁও ৮। অখলাক্বনা-কুম্ আয্‌ওয়া-জ্বাঁও। ৯। অ জ্বা'আল্‌না-নাওমাকুম্ সুবা-তাঁও ১০। অজ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা লিবা-সাঁও
পেরেক স্বরূপ? (৮) তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছি। (৯) নিদ্রাকে বিশ্রাম। (১০) আর রাতকে করেছি আবরণ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا

১১। অ জ্বা'আল্‌নান্ নাহা-র মা'আ-শা-। ১২। অবানাইনা-ফাওক্বকুম্ সাব্'আন্ শিদা-দাঁও ১৩। অ জ্বা'আল্‌না- সিরা-জ্বাঁও
(১১) আর দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়। (১২) আর তোমাদের উপরে সপ্তাকাশ সৃজেছি, (১৩) আর উজ্জ্বল প্রদীপ

وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا

অহ্‌হা-জ্বাঁও। ১৪। অআন্‌যাল্‌না-মিনাল্ মু'ছির-তি মা — য়ান্ ছাজ্জ্বা-জ্বাল্ ১৫। লিনুখ্‌রিজ্বা বিহী হাব্বাঁও অনাবা-তাঁও
সৃষ্টি করেছি। (১৪) আর আমি পানিপূর্ণ মেঘসমূহ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। (১৫) তা হতে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করি,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

১৬। অজ্বান্না-তিন্ আল্‌ফা-ফা-। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাছ্‌লি কা-না মীক্বা-তাঁই। ১৮। ইয়াওমা ইয়ুন্‌ফাখু ফিছ্ ছূরি
(১৬) এবং ঘন উদ্যানসমূহ। (১৭) নিশ্চয়ই বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে,

فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ

ফাতা'তূনা আফ্‌ওয়া-জ্বাঁও। ১৯। অ ফুতিহাতিস্ সামা — য়ু ফাকা-নাত্ আব্‌ওয়া-বাঁও। ২০। অসুইয়িরতিল্ জ্বিবা-লু
তোমরা দলে দলে আসবে, (১৯) আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, বহু দ্বার হবে। (২০) আর পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে,

আয়াত-৭ ঃ যেহেতু তারা কিয়ামতকে সুদূর ও অসম্ভব মনে করত। সেইজন্যই সামনে এর সম্ভাব্যতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করা হচ্ছে য়ে, একে অসম্ভব মনে করা আমার শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করারই শামিল। আয়াত-১৩ঃ অর্থাৎ পর্বতরাজিকে যমীনের জন্য পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করেন। যেন যমীন স্থির থাকে। যিনি এসব করার শক্তি রাখেন, তিনিই পুনরায় জীবনও দান কেন করতে পারবেন না (জাঃ বয়াঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৬ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) কেয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কাফেররা তা শুনে ঠাট্টার সুরে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ কি বলতেছে, তোমরা কি মনে কর, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে?" এ প্রেক্ষিতে আয়াত কয়টি নাযীল হয়।

فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢٢ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ۝٢٣ لَّابِثِينَ فِيهَا

ফাকা-নাত্ সার-বা-। ২১। ইন্না জ্বাহান্নামা কা-নাত্ মির্ছোয়া দাল্।২২। লিত্ত্বোয়া-গীনা মাআ-বাল্ ২৩। লা-বিছীনা ফীহা ~
তা হয়ে যাবে মরীচিকা। (২১) নিশ্চয়ই দোযখ ওঁৎ পেতে রয়েছে। (২২) অবাধ্যদের ঠিকানা। (২৩) সেখানে যুগ যুগ ধরে

أَحْقَابًا ۝٢٤ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝٢٥ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝٢٦ جَزَاءً

আহক্ব-বা। ২৪। লা-ইয়াযূক্বূনা ফীহা ~ বার্দাঁও অলা-শার-বান্। ২৫। ইল্লা-হামীমাঁও অগস্সা-ক্বন্ ২৬। জ্বাযা — য়াঁও
অবস্থান করবে। (২৪) সেখানে তারা না ঠাণ্ডা পাবে, আর না পাবে পানীয়। (২৫) শুধু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। (২৬) এটাই

وِفَاقًا ۝٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝٢٨ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝٢٩ وَكُلَّ

ওয়িফা-ক্ব।২৭। ইন্নাহুম্ কা-নূ লা-ইয়ারজূনা হিসা-বাঁও। ২৮। অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-কিয্যা-বা। ২৯। অ কুল্লা
তাদের উপযুক্ত পাওনা; (২৭) নিশ্চয়ই তারা হিসেবের ভয় করত না। (২৮) আর আমরা আয়াত অস্বীকার করত। (২৯) আর আমি

شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝٣٠ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ١ ع ٣٠ ١ রুকু

শাইয়িন্ আহ্ছোয়াইনা-হু কিতা-বান্। ৩০। ফাযূক্বূ ফালান্ নাযীদা কুম্ ইল্লা-'আযা-বা-। ৩১। ইন্না লিল্মুত্তাক্বীনা মাফা-যা-
সব কিছু লিখে রেখেছি। (৩০) ভোগ কর কৃতকর্মের স্বাধ, আযাবই বাড়াব। (৩১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য,

۝٣٢ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝٣٣ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝٣٤ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝٣٥ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا

৩২। হাদা — য়িকা অআ'না-বাঁও। ৩৩। অ কাওয়া-'ইবা আত্রবাঁও। ৩৪। অকা"সান্ দ্বিহা-ক্ব-। ৩৫। লা-ইয়াস্মা'উনা ফীহা-
(৩২) উদ্যানসমূহ, বিভিন্ন আঙ্গুর, (৩৩) আর সমবয়স্কা তরুণীরা, (৩৪) আর শরাবে পূর্ণ পানপাত্র থাকবে। (৩৫) তারা শুনবে না।

لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝٣٦ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝٣٧ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

লাগ্ওয়াঁও অলা-কিয্যা-বা-। ৩৬। জ্বাযা — য়াম্ মির্ রব্বিকা 'আত্বোয়া — য়ান্ হিসা-বার্। ৩৭। রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি
কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (৩৬) এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দান ও পুরস্কার। (৩৭) তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝٣٨ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

অমা-বাইনাহুমার রহ্মা-নি লা-ইয়াম্লিকূনা মিন্হু খিত্বোয়া-বা-। ৩৮। ইয়াওমা ইয়াকূমুর্ রূহু অল্মালা — য়িকাতু
ও মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, দয়ালু। তারা তাঁর কাছে চাইতে পারবে না। (৩৮) সেদিন রূহ (জিবরাঈল) ও ফেরেশ্তারা

صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝٣٩ ذٰلِكَ

ছোয়াফ্ফাল্ লা-ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা-মান্ আযিনা লাহুর্ রহ্মা-নু অক্ব-লা ছওয়া-বা-। ৩৯। যা-লিকাল্
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া তারা কেউই কথা বলতে পারবে না, আর যথার্থ বলবে। (৩৯) সেদিন সুনিশ্চিত দিন;

الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ۝٤٠ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا

ইয়াওমুল্ হাক্ব্ক্বু ফামান্ শা — য়াত্ তাখাযা ইলা রব্বিহী মায়া বা।৪০। ইন্না ~ আন্যারনা-কুম্ 'আযা-বান্ ক্বারীবাঁই
যে আকাঙ্খা করে, সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।(৪০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাবের ভয় প্রদর্শন

২ ع ১০ ২ রুকু

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝٤٠

ইয়াওমা ইয়ানজুরুল্ মারয়ু মা-কৃদ্দামাত্ ইয়াদা-হু অইয়াকূ লুল্ কা-ফিরু ইয়া-লাইতানী কুন্তু তুর-বা-।

করলাম, সে দিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্বচক্ষে দর্শন করতে পাবে; আর কাফেররা তখন বলবে, হায়, আমরা যদি মাটি হতাম।

সূরা না-যি'আ-ত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৬
রুকু ঃ ২

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ

১। অন্না-যি'আ-তি গারক্বঁও। ২। অন্না-শিত্বোয়া-তি নাশ্‌ত্বোয়াঁও। ৩। অস্‌সা-বিহা-তি সাব্‌হান্। ৪। ফাস্‌সা-বিক্ব-তি

(১) কলম সঝোরে উৎপাটনকারীদের : (২) আর আলতোভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের; (৩) ও তীব্র সাঁতারুদের; (৪) আর

سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ

সাব্‌ক্বান্। ৫। ফাল্‌মুদাব্বির-তি আম্‌র-। ৬। ইয়াওমা তারজুফুর্ র-জ্বিফাতু ৭। তাত্‌বা'উহার্ র-দিফাতু; ৮। কুলূবুঁই

অগ্রগামীদের, (৫) আর কার্য তদারককারীদের। (৬) সে দিন ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, (৭) আর একটি ধ্বনি আসবে। (৮) সেদিন

يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي

ইয়াও মায়িযিঁও ওয়া- জ্বিফাতুন্। ৯। আব্‌ছোয়া-রুহা-খ-শি'আহ্। ১০। ইয়াকূ লূনা আইন্না- লামারদূদূনা ফিল্

অনেক হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হবে, (৯) তাদের দৃষ্টি ভয়ে অবনত থাকবে। (১০) তারা বলবে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায়

الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَاِنَّمَا

হা-ফিরহ্। ১১। আইযা-কুন্না-ই'জোয়া-মান্ নাখিরহ্। ১২। ক্ব-লূ তিল্‌কা ইযান্ কার্‌রতুন্ খ-সিরহ্। ১৩। ফাইন্নামা-

ফিরবই ? (১১) গলিত অস্থি হওয়ার পরও অস্থিতে পরিণত হব? (১২) বলে, তবে তো এটা অত্যন্ত সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। (১৩) তা তো

هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى

হিয়া যাজ্‌ রতুঁও ওয়া-হিদাতুন্। ১৪। ফা ইযা-হুম্ বিস্‌সা-হিরহ্। ১৫। হাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা-

একটি বিকট আওয়াজ হবে। (১৪) ফলে তৎক্ষণাৎ সকলে ময়দানে আসবে। (১৫) আপনার কাছে মূসার কথা কি এসেছে?

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

১৬। ইয্ না-দা-হু রব্বুহু বিল্‌ওয়া-দিল্ মুক্বাদ্দাসি তু ওয়া-। ১৭। ইয্‌হাব্ ইলা- ফির 'আউনা ইন্নাহূ ত্বগা-।

(১৬) যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করে বলেছিল, (১৭) ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘনকারী।

শানেনুযূল ঃ সূরা নাযিআত ঃ গোঁড়া কাফেররা স্বীয় বিবেককে আল্লাহর বাণীসমূহের প্রতি কোন চিন্তা ভাবনাও রাখছে না। অথচ তাদেরকে পরকালের এবং আল্লাহর প্রবল প্রতাপের কথা পুনঃপুন শুনানো হচ্ছিল। এর পরও তাদের উপেক্ষার কারণে এ সূরা নাযীল করে পূর্ণ তাকীদ সহকারে আল্লাহ্ তাঁর কথা প্রমাণ করেন। আয়াত-১২ ঃ অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-১৫ঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপে দুঃখিত হবেন না। এরাও পরিণামে এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে ফিরআউন আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল।

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ

১৮। ফাক্বুল্ হাল্ লাকা ইলা ~ আন্ তাযাক্কা-। ১৯। অআহ্দিয়াকা ইলা-রব্বিকা ফাতাখ্শা-। ২০। ফাআর-হুল্
(১৮) বলুন, পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে কি? (১৯) আর আমি তোমাকে রবের পথে চালাব, যেন ভয় কর। (২০) তাকে বড়

الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

আ-ইয়াতাল্ কুব্র-। ২১। ফাকায্যাবা অ'আছোয়া-। ২২। ছুম্মা আদ্বার ইয়াস্'আ-। ২৩। ফাহাশার ফানা-দা-।
নিদর্শন দেখাল, (২১) সে মানে নি, অস্বীকার করল। (২২) পরে ফিরে গিয়ে ষড়যন্ত্র করল। (২৩) সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা করল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ

২৪। ফাক্বা-লা আনা রব্বুকুমুল্ আ'লা-। ২৫। ফাআখাযাহুল্লা-হু নাকা-লাল্ আ-খিরতি অল্ উলা-। ২৬। ইন্না
(২৪) অতঃপর বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। (২৫) অনন্তর আল্লাহ্ তাকে ইহ-পরকালে আযাব দেন, (২৬) এতে

ع ১ ২৬ ৩ রুকু

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ

ফী যা-লিকা লা-'ইব্রতাল্ লিমাইঁ ইয়াখ্শা-। ২৭। আআন্তুম্ আশাদ্দু খল্ক্বন্ আমিস্ সামা — য়্; বানা-হা-। ২৮। রফা'আ
আছে তার জন্য শিক্ষা, যে ভয় করে। (২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা শক্ত, না আকাশ? তিনিই তা বানালেন। (২৮) সুউচ্চ

سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ

সাম্কাহা-ফাসাওয়্যা-হা-। ২৯। অআগ্ত্বোয়াশা লাইলাহা-অআখ্রজা দ্বুহা-হা-। ৩০। অল্ আর্দ্বোয়া বা'দা যা-লিকা
ও সুবিন্যস্ত করলেন। (২৯) আর রাতকে অন্ধকার আর দিনকে আলোকজ্বল করলেন। (৩০) আর পরে যমীনকে বিস্তৃত

دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ

দাহা-হা। ৩১। আখ্রজা মিন্হা-মা — য়াহা-অমার্'আ-হা-। ৩২। অল্জ্বিবা-লা আর্সা-হা-। ৩৩। মাতা'আল্লাকুম্
করলেন। (৩১) তা হতে বের করলেন পানি ও তৃণসমূহ। (৩২) আর পাহাড়কে দৃঢ়ভাবে বসালেন। (৩৩) তোমাদের ও

وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا

অলিআন্'আ-মিকুম্। ৩৪। ফাইযা-জ্বা — য়াতিত্ ত্বোয়া — ম্মাতুল্ কুব্র-।৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্সা-নু মা-
তোমাদের গবাদি পশুগুলোর উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাবিপদ আসবে, (৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ

سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ

সা'আ-।৩৬। অবুর্রিযাতিল্ জ্বাহীমু লিমাইঁ ইয়ার-। ৩৭। ফাআম্মা-মান্ ত্বোয়াগ-। ৩৮। অআ-ছারল্ হা-ইয়া-তাদ্
করবে, (৩৬) আর দর্শকের জন্য দোযখ উন্মুক্ত হবে। (৩৭) অনন্তর যে অবাধ্য হয়, (৩৮) এবং পার্থিব জীবনের প্রতি গুরুত্ব

الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

দুন্ইয়া-। ৩৯। ফাইন্নাল্ জ্বাহীমা হিয়াল্ মা"ওয়া-। ৪০। অআম্মা-মান্ খ-ফা মাক্বা-মা রব্বিহী
প্রদান করে। (৩৯) অতঃপর জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল। (৪০) আর যে স্বীয় রবের মাকামকে ভয় করে আর

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤٢﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ

অনাহাহান্ নাফ্সা 'আনিল্ হাওয়া- । ৪১ । ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা হিয়াল্ মা"ওয়া- । ৪২ । ইয়াস্য়ালূনাকা 'আনিস্ সা- 'আতি
স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে। (৪১) জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (৪২) আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে তারা প্রশ্ন

اَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٣﴾ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٤﴾ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٥﴾ اِنَّمَا اَنْتَ

আইয়্যা-না মুর্সা-হা-; ৪৩ । ফীমা আন্তা মিন্ যিক্র-হা- । ৪৪ । ইলা-রব্বিকা মুন্তাহা-হা- । ৪৫ । ইন্নামা ~ আন্তা
করে, তা কবে সংঘটিত হবে? (৪৩) এর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) রবের কাছেই মূল জ্ঞান, (৪৫) তাকেই সতর্ক

২ ع ২০ ৪ রুকু
مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٦﴾ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا *

মুন্যিরু মাইঁ ইয়াখ্শা-হা- । ৪৬ । কায়ান্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারওনাহা-লাম্ ইয়াল্বাছূ ~ ইল্লা 'আশিইয়াতান্ আও দ্বুহা-হা- ।
করুন যে ভয় রাখে। (৪৬) যেদিন তা দেখবে সে দিন তার মনে হবে; তারা যেন দুনিয়ায় এক সন্ধ্যা বা এক সকাল ছিল।

সূরা 'আবাসা
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪২
রুকূ ঃ ১

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ﴿٣﴾ اَوْ

১ । 'আবাসা অতাওয়াল্লা ~ । ২ । আন্ জ্বা — য়াহুল্ আ'মা- । ৩ । অমা-ইয়ুদ্রীকা লা'আল্লাহূ ইয়ায্যাক্কা ~ । ৪ । আও
(১) বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, (২) অন্ধ আসার কারণে। (৩) আপনি কি জানেন হয়ত সে শুদ্ধ হত, (৪) অথবা

يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ *

ইয়্যাক্কারু ফাতান্ফা'আহুয্ যিক্র- । ৫ । আম্মা-মানিস্ তাগ্না- । ৬ । ফাআন্তা লাহূ তাছোয়াদ্দা- ।
বা উপদেশ গ্রহণ করত, উপকৃত হত। (৫) যে বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে, (৬) অতঃপর আপনি তাতে মনোযোগ প্রদান করলেন।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ *

৭ । অমা-'আলাইকা আল্লা-ইয়্যাক্কা- । ৮ । অআম্মা-মান্ জ্বা — য়াকা ইয়াস্'আ- । ৯ । অহুওয়া ইয়াখ্শা- ।
(৭) আর সে যদি শুদ্ধ না হয় তবে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। (৮) আর যে আপনার নিকট আগমন করল, (৯) আর ভীত হয়ে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِيْ صُحُفٍ

১০ । ফাআন্তা 'আনহু তালাহ্হা- ।১১ । কাল্লা ~ ইন্নাহা-তায্কিরহ্ । ১২ । ফামান্ শা — য়া যাকারহ্ । ১৩ । ফী ছুহুফিম্
(১০) অতঃপর আপনি অনীহা দেখালেন। (১১) না, এটা উপদেশবাণী। (১২) যার ইচ্ছা গ্রহণ করুক। (১৩) যা আছে

مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْاِنْسَانُ

মুকার্রমাতিম্ ১৪ । মার্ফূ 'আতিম্ মুত্বোয়াহ্হারাতিম্ ১৫ । বিআইদী সাফারতিন্ ১৬ । কির-মিম্ বাররহ্ । ১৭ । কুতিলাল্ ইন্সা-নু
সুলিপিসমূহে। (১৪) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, (১৫) লেখকদের হাতে, (১৬) যারা সম্মানিত নেক্কার। (১৭) মানুষ বিনাশ হোক! ১০৫ -

مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٩﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ

মা ~ আক্ফারহ্। ১৮। মিন্ আইয়্যি শাইয়িন্ খলাক্বহ্। ১৯। মিন্ নুত্ব্ফাহ্; খলাক্বহূ ফাক্বদ্দারহূ ২০। ছুম্মাস্ সাবীলা
সে অমান্যকারী। (১৮) কোথা হতে তাকে সৃষ্টি করলেন? (১৯) বীর্য হতে, সৃষ্টি করে পরিমিত করলেন। (২০) পরে তাকে

يَسَّرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٣﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ *

ইয়াস্সারহূ ২১। ছুম্মা আমা-তাহূ ফাআক্ব্বারহূ ২২। ছুম্মা ইযা-শা — য়া আন্শারহ্। ২৩। কাল্লা-লাম্মা-ইয়াক্ব্দ্বি মা ~ আমারহ্।
সহজ পথ দিলেন। (২১) পরে মারেন ও কবরস্থ করেন। (২২) ইচ্ছামত উঠাবেন। (২৩) না, সে নির্দেশ পূর্ণ করে নি।

﴿٢٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ

২৪। ফাল্ইয়ানজুরিল্ ইন্সা-নু ইলা-ত্বোয়া'আ-মিহী ~। ২৫। আন্না- ছোয়াবাব্নাল্ মা — য়া ছোয়াব্বান্ ২৬। ছুম্মা শাক্বক্ব্নাল্ আর্দ্বোয়া
(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। (২৬) পরে সুন্দরভাবে ভূমিকে বিদীর্ণ

شَقًّا ﴿٢٧﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدَائِقَ

শাক্ব্ক্বান্ ২৭। ফাআম্বাত্না-ফীহা-হাব্বাবাঁও ।২৮। অ 'ইনাবাঁও অক্বদ্বাবাঁও ২৯। অ যাইতূ নাঁও অনাখ্লাঁও। ৩০। অহাদা — য়িক্বা
করি। (২৭) অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করি (২৮) আঙ্গুর ও শাক, (২৯) আর যাইতুন ও খেজুর, (৩০) ঘন বৃক্ষদিপূর্ণ

غُلْبًا ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ

গুল্বাঁও। ৩১। অফা-কিহাতাঁও অআব্বাম্ ।৩২। মাতা- 'আল্লাকুম্ অলিআন্'আ-মিকুম্ ৩৩। ফাইযা-জ্বা — য়াতিছ্ ছোয়া — খ্খাহ্ ।৩৪। ইয়াওমা
উদ্যান, (৩১) আর নানাবিধ ফল ও ঘাস। (৩২) তোমাদের ও জন্তুর জন্য। (৩৩) যেদিন ধ্বনি আসবে, (৩৪) সেদিন মানুষ

يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٥﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٦﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٧﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ

ইয়াফির্রুল্ মারয়ু মিন্ আখীহি। ৩৫। অউম্মিহী অআবীহি। ৩৬। অছোয়া-হিবাতিহী অবানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম্রিয়িম্
পলায়ন করবে তার ভাই হতে, (৩৫) আর মা ও পিতা হতে, (৩৬) আর স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। (৩৭) সেদিন এমন

مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٨﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٩﴾ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤٠﴾ وَ

মিন্হুম্ ইয়াওমায়িযিন্ শা'নুঁই ইয়ুগ্নীহ্। ৩৮। উজূ্হুঁই ইয়াওমায়িযিম্ মুস্ফিরতুন্ ৩৯। দ্বোয়া-হিকাতুম্ মুস্তাব্শিরহ্ ৪০। অ
অবস্থা হবে যা তাকে ব্যস্ত রাখবে। অনেকের চেহারা হবে উজ্জ্বল। (৩৯) হাস্যময় ও প্রফুল্ল হবে, (৪০) আর কতিপয় ع ১

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤١﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ * ৪২ ৫ রুকু

উজূ্হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ 'আলাইহা- গাবারতুন্। ৪১। তার্হাক্বু্হা-ক্বাতারহ্ ৪২। উলা — য়িকা হুমুল্ কাফারতুল্ ফাজ্বারহ্।
লোকের চেহারা হবে মলিন। (৪১) তাদের অনেকের চেহারা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হবে। (৪২) তারাই অবিশ্বাসী ও অপরাধী।

শানেনুযূল ঃ একদা রাসূল (ছঃ) উপস্থিত কাফের সরদারদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এমন সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তুম্ উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চান। এতে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪১ ঃ (সূরা ঃ নাযিয়াত) মক্কার কাফেররা বারংবার ঠাট্টা-বিদ্রুপচ্ছলে নবী করীম (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করত, তোমার কথিত সে কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তখন আল্লাহপাক এ আয়াতটি নাযীল করেন।

সূরা তাক্ওয়ীর্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۞

১। ইযাশ্ শাম্‌সু কুওওয়িয়িরত্ ২। অইযান্নুজু মুন্ কাদারত্ ৩। অ ইযাল্ জ্বিবা-লু সুইয়িরত্

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে, (২) আর যখন তারকাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হবে, (৩) আর যখন পর্বত চলমান হবে,

﴿٤﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞

৪। অ ইযাল্ ই'শা-রু 'উত্ত্বিলাত্। ৫। অ ইযাল্ উহূশু হুশিরত্। ৬। অ ইযাল্ বিহা-রু সুজ্জ্বিরত্।

(৪) আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে,(৫) বন্য পশু একত্র করা হবে, (৬) সমুদ্র উত্তেজিত হবে,

﴿٧﴾ وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ﴿٩﴾ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۞

৭। অ ইযান্নুফূসু যুওওয়িজ্বাত্। ৮। অইযাল্ মাওয়ূদাতু সুয়িলাত্। ৯। বিআইয়্যি যাম্‌বিন্ ক্বুতিলাত্।

(৭) যখন প্রাণ পুন ঃ সংযোজন করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, (৯) কোন দোষে নিহত হল?

﴿١٠﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۞

১০। অইযাছ্ ছুহুফু নুশিরাত্। ১১। অইযাস্ সামা — য়ু কুশিত্বোয়াত্ ১২।অ ইযাল্ জ্বাহীমু সু'ইয়ি'রত্।

(১০) আর যখন আমলনামা সমূহ খুলে দেয়া হবে, (১১) আর আকাশ উন্মোচিত হবে, (১২) আর যখন দোযখ জ্বলবে,

﴿١٣﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٥﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۞

১৩। অইযাল্ জ্বান্নাতু উয্‌লিফাত্।১৪। 'আলিমাত্ নাফ্‌সুম্ মা ~ আহ্‌দ্বোয়ারত্। ১৫। ফালা ~ উক্ব্‌সিমু বিল্ খুন্নাসিল্

(১৩) আর জান্নাত নিকটবর্তী হবে.(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে. সেকি এনেছে [১]। (১৫) কসম পশ্চাতী তারকার।

﴿١٦﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٧﴾ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٨﴾ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ

১৬। জ্বাওয়া রিল্ কুন্নাসি। ১৭। অল্লাইলি ইযা- 'আস্'আসা। ১৮। অছ্ ছুব্‌হি ইযা-তানাফ্‌ফাসা ১৯। ইন্নাহূ লাক্বওলু

(১৬) যা উদয় হয় অস্ত যায়, (১৭) ঐ রাতেরও, যখন তা শেষ হয়, (১৮) আর ভোরের, যখন তা শুরু হয়, (১৯) নিশ্চয়ই তা

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٠﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢١﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢٢﴾ وَمَا

রসূলিন্ কারীমিন্। ২০। যী ক্বুওয়্যাতিন্ 'ইন্দা যিল্'আরশি মাকীনিম্। ২১। মুত্বোয়া-'ইন্ ছুম্মা-আমীন্। ২২। অমা -

সম্মানিত রাসূলের বাণী, (২০) যে শক্তিশালী ও আরশের রবের কাছে মর্যাদাবান, (২১) অনুগত, বিশ্বস্ত। (২২) আর

আয়াত-৬ ঃ প্রথম হতে ছয় নং আয়াত পর্যন্ত এ ছয়টি ঘটনা প্রথম যে ফুৎকার দেবে তখন দুনিয়ার আবাদ অবস্থায় ঘটবে। পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী আরবদের নিকট খুব মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য হয়। কিন্তু ফুৎকারের ফলে সৃষ্ট আতঙ্কের কারণে কেউ এ প্রিয় বস্তুর দিকে ফিরেও তাকাবে না। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে প্রথম বাষ্প, পরে আগুনে পরিণত হয়ে যাবে, তারপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। (বঃ কোঃ)

আয়াত-১৪ ঃ টীকাঃ (১) ৭ হতে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলো দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে ঘটবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-১৬ ঃ টীকা ঃ (২) চন্দ্র-সূর্য ব্যতীত আসমানে পাঁচটি নক্ষত্র আছে। যথা- যুহল , মুশ্‌তারী, মরীহ, যোহরা ও আতারেদ। এগুলো কখনও পশ্চিম হতে পূর্ব পর্যন্ত সোজা চলে, কখনও থেমে থেমে বিপরীত দিকে চলে, কখনও চলতে চলতে সূর্যের নিকটে এসে কয়েক দিন পর্যন্ত অদৃশ্য থাকে। (মুঃ কোঃ)

صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

ছোয়া-হিবুকুম্ বিমাজ্নূ ন্। ২৩। অলাক্বদ্ রয়া-হু বিল্ উফুক্বিল্ মুবীন্। ২৪। অমা-হুওয়া 'আলাল্ গইবি
তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়,(২৩) আর তিনি তাঁকে (ফেরেশতা) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন, (২৪) আর সে গায়েবের বিষয়ে

بِضَنِيْنٍ ﴿٢٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

বিদ্বোয়ানীন্ ২৫। অমা-হুওয়া বিক্বওলি শাইত্বোয়া-নির্ রজীমিন্ ২৬। ফাআইনা তায্হাবূন্। ২৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্রুল লিল্ 'আ-লামীনা
কৃপণ নয়। (২৫) আর তা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। (২৬) অতএব কোথায় যাচ্ছ? (২৭) তা উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য,

﴿٢٨﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

২৮। লিমান্ শা — য়া মিন্কুম্ আইঁ ইয়াস্তাক্বীম্। ২৯। অমা-তাশা — য়ূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হু রব্বুল্ 'আ-লামীন্।
(২৮) তার জন্য, যে সরল পথে চলতে ইচ্ছা করে। (২৯) আর প্রত্যাশায় কিছু হয় না, বিশ্ব রব যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।

ع ১ ২৯ ৬ রুকু

সূরা ইন্‌ফিত্বোয়া-র্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ

১। ইযাস্ সামা — য়ুন্ ফাত্বোয়ারত্। ২। অইযাল্ কাওয়া- কিবুন্ তাছারত্। ৩। অইযাল্ বিহা-রু
(১) যখন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হবে, (২) আর যখন নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে, (৩) আর যখন সমুদ্রসমূহ

فُجِّرَتْ ﴿٤﴾ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٥﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ

ফুজ্জ্বিরাত্। ৪। অইযাল্ কু্বূরু বু'ছিরত্। ৫। 'আলিমাত্ নাফ্সুম্ মা-ক্বদ্দামাত্ ওয়াআখ্খারত্
উথলাবে, (৪) আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে, (৫) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে তার আগের ও পরের সব কর্মসমূহ,

﴿٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٧﴾ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ

৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ ইন্সা-নু মা-গর্‌রকা বিরব্বিকাল্ কারীমিল্। ৭। ল্লাযী খলাক্বকা ফাসাওয়া-কা
(৬) হে মানুষ, মহান রব থেকে কিসে তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? (৭) যিনি সৃষ্টি করেছেন সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ

فَعَدَلَكَ ﴿٨﴾ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٩﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿١٠﴾ وَاِنَّ

ফা'আদালাকা ৮। ফী ~ আইয়ি ছূরতিম্ মা-শা — য়া রাক্কাবাক্। ৯। কাল্লা- বাল্ তুকায্যিবূনা বিদ্দীনি ১০। অ ইন্না
করে। (৮) যে আকৃতিতে চেয়েছেন সে আকৃতি দিয়েছেন। (৯) না, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করছ, (১০) আর নিশ্চয়ই

عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١١﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١٢﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ

'আলাইকুম্ লাহা-ফিজীনা ১১। কির-মান্ কা-তিবীনা। ১২। ইয়া'লামূনা মা-তাফ্'আলূন্। ১৩। ইন্নাল্ আব্‌র-র লাফী
তোমাদের জন্য সংরক্ষক রয়েছে, (১১) তারা সম্মানিত লেখক, (১২) যারা তোমাদের কৃতকর্মসমূহ অবগত আছে। (১৩) পুণ্যাত্মারা

نَعِيمٍ ⑭ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ⑮ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ⑯ وَمَا هُمْ عَنْهَا

নাঈ'ম্। ১৪। অইন্নাল্ ফুজ্জা- র লাফী জ্বাহীম্। ১৫। ইয়াছ্লাওনাহা-ইয়াওমাদ্দীন্। ১৬। অমা-হুম্ 'আন্হা-
থাকবে সুখে, (১৪) আর অপরাধীরা জাহান্নামে থাকবে (১৫) তারা আখেরাতে তাতে প্রবেশ করবে, (১৬) তথা হতে তারা

بِغَائِبِينَ ⑰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ⑱ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ

বিগ — য়িবীন্ ১৭। অমা ~ আদ্‌র-কা মা- ইয়াওমুদ্দীনি ১৮। ছুম্মা মা ~ আদ্‌র-কা মা-ইয়াওমুদ
কখনও পালাতে পারবে না, (১৭) আর তোমার কি জানা আছে পরকাল কি ? (১৮) আবারও বলছি তোমার কি জানা আছে পরকাল

১ ع ১৯ ৭ রুকু ● এক চতুর্থাংশ

الدِّينِ ⑲ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ☆

দীন্-। ১৯। ইয়াওমা লা-তাম্‌লিকু নাফ্‌সুল্ লিনাফ্‌সিন্ শাইয়া-; অল্ আম্‌রু ইয়াওমায়িযিলিল্লা-হ্-।
কি ? (১৯) সে দিন এমন একদিন যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, সে দিনের সব কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।

সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৬
রুকূ ঃ ১

① وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ② الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ③ وَإِذَا

১। অইলুল্ লিল্ মুত্বোয়াফ্‌ফিফীনা ২। ল্লাযীনা ইযাক্ তা-লূ 'আলান্না-সি ইয়াস্‌তাওফূন্। ৩। অ ইযা-
(১) ধ্বংস ঠকবাজদের , (২) যারা মানুষের নিকট হতে যখন গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাপে গ্রহণ করে,(৩) আর যখন

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ④ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ☆

কা-লূহুম্ আও অযানূ হুম্ ইয়ুখ্‌সিরূন্। ৪। আলা-ইয়াজুন্নু উলা — য়িকা আন্নাহুম্ মাব্‌উ'ছূনা।
মেপে ওজন করে প্রদান করত তখন কম প্রদান করত। (৪) তাদের কি বিশ্বাস নেই যে, তারা পুনরুত্থিত হবে,

⑤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

৫। লিইয়াওমিন্ আজীমিঁই। ৬। ইয়াওমা ইয়াকূ মুন্না-সু লিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৭। কাল্লা ~ ইন্না কিতা-বাল্
(৫) মহাদিবসে? (৬) যে দিন সব মানুষ বিশ্ব রবের সামনে দাঁড়াবে। (৭) না, কখনও নয় পাপীদের আমলনামা কারাগারে

الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ⑧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ⑨ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ⑩ وَيْلٌ

ফুজ্জা-রি লাফী সিজ্জীন্। ৮। অমা ~ আদ্‌র-কা মা-সিজ্জীন্। ৯। কিতা-বুম্ মারকূম্। ১০। অই লুঁই
রয়েছে। (৮) আর আপনার কি জানা আছে কারাগার কি জিনিস? (৯) তা একটি লিখিত কিতাব। (১০) আর সে দিন দারুণ

আয়াত-৬ ঃ অর্থাৎ ওজনে কম-বেশিকারীদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ও জাহান্নামীরা রক্তপুঁজ বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় স্থানে অবস্থান করবে। তার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরূপে বর্ণনা করেন– শুনে লও! পাঁচটি বিষয়ের জন্য পাঁচ ধরনের শাস্তি নির্ধারিত আছে। (১) যে জাতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে জাতির উপর তাদের শত্রুকে প্রবল করা হয়। (২) যে জাতি আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামকে প্রবৃত্তির মুকাবেলায় পরিত্যাগ করে তারা অভাব অনটনে পতিত হয়। (৩) যে জাতির মধ্যে জেনা ও বলৎকারের আধিক্য হয় তারা মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়। (৪) যে জাতি ওজনে কম-বেশ করে তারা দুর্ভিক্ষ এবং বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-ফসলের উৎপাদন হ্রাসে পতিত হয়। (৫) যে জাতি যাকাত প্রদান এবং এতীম মিসকীনের হক আদায় হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়।

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١٢﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ

ইয়াওমায়িযিল্ লিল্মুকাযিবীনা। ১১। ল্লাযীনা ইয়ুকায্যিবূনা বিইয়াওমিদ্দীন্। ১২। অমা-ইয়ুকায্যিবু বিহী ~

দুর্ভোগ হবে মিথ্যাচারীদের, (১১) যারা অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসকে। (১২) আর যারা সীমালংঘণকারী পাপী তারাই তা

إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٤﴾ كَلَّا

ইল্লা-কুল্লু মু'তাদিন্ আছীমিন্। ১৩। ইযা-তুত্লা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল্ আওয়্যালীন্। ১৪। কাল্লা-

স্বীকার করে না।(১৩) যখন আমার আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে পঠিত হয় তখন তারা বলে, এটা পূর্বেকার ইতিকথা। (১৪) না, বরং

بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

বাল্ র-না 'আলা-ক্বুলূবিহিম্ মা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ১৫। কাল্লা ~ ইন্নাহুম্ 'আর্‌রব্বিহিম্ ইয়াওমায়িযিল্

তাদের (মন্দ) কর্মসমূহই তাদের অন্তরে মরীচা জমিয়েছে। (১৫) না, কখনই নয় তারা সে দিন তাদের রবের দর্শন

لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي

লামাহ্জূবূন্। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম্ লাছোয়া-লুল্ জ্বাহীম্। ১৭। ছুম্মা ইয়ুক্বা-লু হা-যাল্ লাযী

হতে আড়ালে থাকবে। (১৬) পরে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) বলা হবে, (এটাই সেই দোযখ) একেই তো তোমরা

كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٨﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন্। ১৮। কাল্লা ~ ইন্না-কিতা-বাল্ আব্‌রা-রি লাফী ই'ল্লিয়্যীন্। ১৯। অমা ~ আদ্‌রা-কা মা-

অস্বীকার করতে (১৮) না, অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা থাকবে উচ্চ মর্যাদায়। (১৯) আর উচ্চ মর্যাদা কি, আপনি

عِلِّيُّونَ ﴿٢٠﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢١﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

ই'ল্লিইয়ূন্। ২০। কিতা-বুম্ মার্‌কূমুই। ২১। ইয়াশ্‌হাদুহুল্ মুক্বার্‌রবূন্। ২২। ইন্নাল্ আব্‌র-র লাফী না'ঈমিন্

কি তা জানেন? (২০) তা চিহ্নিত মহরযুক্ত কিতাব, (২১) ফেরেশতারা তা দেখে। (২২) নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা সানন্দে থাকবে

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ

২৩। 'আলাল্ আর — য়িকি ইয়ান্জুরূনা। ২৪। তা'রিফু ফী উজূ হিহিম্ নাদ্‌রতান্ না'ঈম্। ২৫। ইয়ুস্ক্বওনা

(২৩) তারা সুসজ্জিত আসনের উপর বসে তাকাবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য দেখবেন। (২৫) মুখবন্ধ

مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

মির্ রহীক্বিম্ মাখ্তূমিন্ ২৬। খিতা-মুহূ মিস্ক্; অফী যা-লিকা ফাল্‌ইয়াতানা-ফাসিল্ মুতানা-ফিসূন্।

বিশুদ্ধ শরাব তারা পান করবে। (২৬) উপরে কস্তুরি লাগান এ ব্যাপারে প্রতিযোগীতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا

২৭। অমিযা-জুহূ মিন্ তাসনীমিন্। ২৮। 'আইনাই ইয়াশ্‌রবু বিহাল্ মুক্বার্‌রবূন্। ২৯। ইন্নাল্লাযীনা আজ্‌রমূ

(২৭) আর তাতে 'তাস্নীম' মিশ্রিত থাকবে। (২৮) তা এমন এক ঝর্ণা, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (২৯) নিশ্চয়ই পাপীরা

كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا

কা-নূ মিনাল্লাযীনা আ-মানূ ইয়াদ্বহাকূন্। ৩০। অইযা-মাররূ বিহিম্ ইয়াতাগ-মাযূন্। ৩১। অইযান্
দুনিয়াতে মুমিনদের নিয়ে উপহাস করত। (৩০) আর যখন পার্শ্ব অতিক্রম করত তখন চোখ টিপত। (৩১) আর যখন তারা

انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ

ক্বলাবূ ~ ইলা ~ আহ্‌লিহিমুন্ ক্বলাবূ ফাকিহীন্। ৩২। অ ইযা- রয়াওহুম্ ক্ব-লূ ~ ইন্না হা ~ য়ুলা — য়ি
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত তখন আপনজনদের হাসি-ঠাট্টা করত। (৩২) আর যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই

لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٤﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ

লাদ্বোয়া — ল্লূনা। ৩৩। অমা ~ উর্‌সিলূ 'আলাইহিম্ হা-ফিজীন্। ৩৪। ফাল্‌ইয়াওমা ল্লাযীনা আ-মানূ মিনাল্ কুফ্‌ফা-রি
এরা পথভ্রষ্ট। (৩৩) আর এদেরকে তো সেই মুসলমানদের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করা হয় নি। (৩৪) অনন্তর আজ মুমিনরা কাফেরদের

১ ع ৩৬ ৮ রুকু

يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٥﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ★

ইয়াদ্বহাকূ না। ৩৫। 'আলাল্ আর — য়িকি ইয়ান্‌জুরূন্। ৩৬। হাল্ সুওয়িবাল্ কুফ্‌ফা-রু মা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্।
উপহাস করতে থাকবে। (৩৫) সুসজ্জিত আসনের উপর বসে দেখছে। (৩৬) বাস্তবিকই কাফেররা সমুচিৎ কর্মফল পেয়েছে?

সূরা ইন্‌শিক্বা-ক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৫
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿٢﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ★

১। ইযাস্ সামা — য়ুন্ শাক্ব্ ক্বত্। ২। অআযিনাত্ লিরব্বিহা-অহুক্ব্ ক্বত্ ৩। অইযাল্ আরদ্বু মুদ্দাত্।
(১) যখন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হবে, (২) আর স্বীয় রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তাই যথার্থ, (৩) ভূমিকে করা হবে বিস্তৃত,

﴿٤﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٥﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٦﴾ يٰٓاَيُّهَا

৪। অআলক্বত্ মা-ফীহা-অতাখল্লাত্। ৫। অআযিনাত্ লিরব্বিহা-অহুক্ব্ ক্বত্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্
(৪) আর ভূমি তার অভ্যন্তরস্থ সব ঢেলে দিবে ও শূন্য হবে। (৫) স্বীয় রবের নির্দেশ পালন করবে, তাই যথার্থ। (৬) হে মানুষ!

الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٧﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ

ইন্‌সা-নু ইন্নাকা কা-দিহুন্ ইলা-রব্বিকা কাদ্‌হান্ ফামুলাক্বীহ্। ৭। ফা আম্মা-মান্ উতিয়া কিতা-বাহূ
তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, অতঃপর তার সাক্ষাত লাভ করবে। (৭) অতঃপর যার আমলনামা

بِيَمِيْنِهٖ ﴿٨﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٩﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ★

বিইয়ামীনিহী। ৮। ফাসাওফা ইয়ুহা-সাবু হিসা-বাইঁ ইয়াসীরন। ৯। অ ইয়ান্‌ক্বলিবু ইলা — আহ্‌লিহী মাস্‌রূর-
তার ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) অনন্তর সে সহজ হিসাবমুখী হবে। (৯) আর স্বজনদের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

(١٠) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ (١١) فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا (١٢) وَ

১০। অ আম্মা-মান ঊতিয়া কিতা-বাহূ অর — য়া জোয়াহ্ রিহী। ১১। ফাসাওফা ইয়াদ্ উ' ছুবূরও। ১২। অ
(১০) আর যার আমলনামা পেছন দিক হতে দেয়া হবে। (১১) সে তো ধ্বংসই কামনা করবে। (১২) এবং

يَصْلَىٰ سَعِيرًا (١٣) إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا (١٤) إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ٭

ইয়াছ্লা-সা'ঈরা-। ১৩। ইন্নাহূ কা-না ফী ~ আহ্লিহী মাস্রূরা-। ১৪। ইন্নাহূ জোয়ান্না আল্লাইঁ ইয়াহূর্।
সে জাহান্নামের আগুনে ঢুকবে,(১৩) সে তো স্বজনদের কাছে খুশীতে ছিল।(১৪) সে মনে করত, ফিরে যাবে না;

(١٥) بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا (١٦) فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ (١٧) وَٱلَّيْلِ

১৫। বালা ~ ইন্না রব্বাহূ কা-না বিহী বাছীরা-। ১৬। ফালা ~ উক্ব্সিমু বিশ্শাফাক্বি ১৭। অল্লাইলি
(১৫) নিশ্চয়ই; রব তার উপর স্ববিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। (১৬) আমি কসম করছি সূর্যাস্তকালীন পশ্চিমাকাশের (১৭) আর রাতের

وَمَا وَسَقَ (١٨) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ (١٩) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (٢٠) فَمَا

অমা-অসাক্ব। ১৮। অল্ক্বামারি ইযাত্তাসাক্ব। ১৯। লাতার্কাবুন্না ত্বোয়াবাক্বন্ 'আন্ ত্বোয়াবাক্ব্। ২০। ফামা-
ও আচ্ছাদিত বস্তুর, (১৮) এবং চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়। (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হবে।(২০) সুতরাং তাদের কি

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢١) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ (٢٢) بَلِ ٱلَّذِينَ

লাহুম্ লা-ইয়ু"মিনূনা। ২১। অইযা-ক্বুরিয়া 'আলাইহিমুল্ ক্বুরআ-নু লা-ইয়াস্জুদূন্। ২২। বালিল্লাযীনা
হল যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) আর যখন তাদের সম্মুখে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না? (২২) বরং কাফেররা

كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ (٢٣) وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٤) فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ

কাফারূ ইয়ুকায্যিবূন্। ২৩। অল্লা-হু আ'লামু বিমা-ইয়ু'ঊন্। ২৪। ফাবাশ্শির্হুম্ বি'আযা-বিন্
বিশ্বাস করে না। (২৩) আর তাদের সঞ্চয় সম্বন্ধে আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন। (২৪) অনন্তর তাদেরকে কঠিন আযাবের

أَلِيمٍ (٢٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ٭

আলীমিন্। ২৫। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ আজ্রুন্ গইরু মাম্নূন্।
সুসংবাদ প্রদান করুন, (২৫) তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

মো'আনাক্বা-১৭
সিজ্দাহ্-১৩
রুকু ع ২৫ ৯ ১

সূরা বুরূজ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ১

(١) وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ (٢) وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ (٣) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٤) قُتِلَ

১। অস্সামা — য়ি-যা-তিল্ বুরূজ্বি ২। অল্ইয়াওমিল্ মাও'ঊদি। ৩। অশা-হিদিঁও অমাশ্হূদ্। ৪। ক্বুতিলা
(১) কসম গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশসমূহের, (২) আর কসম প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) দ্রষ্টার ও দৃষ্টেরও (৪) অগ্নিকুণ্ডের

أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ۝٥ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝٦ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٧

আছ্হা-বুল্ উখ্দূদি। ৫। ন্না-রি যা-তিল্ অক্বূদি ৬। ইয্হুম্ 'আলাইহা-ক্বু'উদুঁও।
অধিপতিরা ধ্বংস হয়েছিল, (২) (৫) প্রচুর পরিমান ইন্দনযুক্ত জ্বলন্ত আগুন বিশিষ্ট, (৬) যখন তারা তার পাশে বসা ছিল,

وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٨ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا

৭। অহুম্ 'আলা-মা-ইয়াফ্'আলূনা বিল্মু''মিনীনা শুহূদ্। ৮। অমা-নাক্বমূ মিন্হুম্ ইল্লা ~
(৭) আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল সেসব বিষয় দর্শন করছিল। (৮) আর তাদের অপরাধ ছিল তারা

أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٩ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

আই ইয়ু''মিনূ বিল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হামীদি। ৯। ল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব;
পরাক্রান্ত প্রশংসনীয় আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (৯) তিনি এমন যে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর,

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

অল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানূল্ মু''মিনীনা অল্মু''মিনা-তি
আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। (১০) নিশ্চয়ই যারা মু'মিন নারীও মু'মিন পুরুষকে নিপীড়ন করেছে,

ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١١ إِنَّ الَّذِينَ

ছুম্মা লাম্ ইয়াতূবূ ফালাহুম্ 'আযা-বু জ্বাহান্নামাঅলাহুম্ 'আযা-বুল্ হারীক্ব। ১১। ইন্নাল্লাযীনা
অতঃপর তওবা করে নি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, ওতে রয়েছে দহন যন্ত্রণা। (১১) অবশ্যই যারা ঈমান

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ জ্বান্না-তুন্ তাজ্বূরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু; যা-লিকাল্ ফাওযুল্
এনেছে ও নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, এটাই তাদের জন্য

الْكَبِيرُ ۝١٢ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٣ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٤ وَهُوَ

কাবীর্। ১২। ইন্না বাত্ব্শা রব্বিকা লাশাদীদ্। ১৩। ইন্নাহূ হুওয়া ইয়ুব্দিয়ু অইয়ু'ঈদ্। ১৪। অহুওয়াল্
মহা সাফল্য। (১২) নিশ্চয়ই রবের পাকড়াও বড় কঠিন। (১৩) নিশ্চয়ই তিনিই সৃষ্টি করবেন, পুনঃ সৃষ্টি করবেন, (১৪) আর তিনি

الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝١٥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝١٦ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝١٧ هَلْ أَتٰىكَ

গফূরুল্ ওয়াদূদু ১৫। যুল্ 'আর্শিল্ মাজ্বীদু ১৬। ফা'আ'লুল্ লিমা- ইয়ুরীদ্। ১৭। হাল্ আতা-কা
অতীব ক্ষমাশীল, অত্যন্ত প্রেমময়।(১৫) আরশের মালিক, সম্মানিত। (১৬) অতঃপর যা ইচ্ছা করেন, (১৭) আপনার কাছে কি

শানেনুযূলঃ সূরা বুরূজ ঃ মক্কায় যখন দীনের নূরের প্রভায় শতাব্দীর অন্ধ কুসংস্কার দুরিভূত হতে লাগল। তখন তা মক্কার কুরাইশদের নিকট তা দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তারা নবী কারীম (ছঃ) কে নির্যাতন করা শুরু করেছিল। তদুপরি গরীব নিঃস্ব মুসলমানদের প্রতিও নির্যাতনের মাত্র বাড়িয়ে দিল। মারপিট গালিগালাজ ছাড়াও তাদেরকে বেঁধে তপ্ত রৌদ্রে নিক্ষেপ এবং তদুপরি শরীরের চাবুক মারা, পেটে তীর উৎকীর্ণ করে দেয়া এবং নারীদেরকে লাঞ্ছিত ও উলঙ্গ করা ইত্যাদি অপকর্ম নিজেদের প্রতিমা পূজার পক্ষ সমর্থন ও সংরক্ষণ মনে করত। অসহায় মুসলমানরা নবী করীম (ছঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন, শীঘ্রই এদের প্রতাপ নস্যাৎ করা হবে। এসব কাফেররা আর অধিক পরিমাণ বিদ্রুপ করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

হাদীছুল্ জুনূ দি ১৮। ফির'আউনা অছামূদ্। ১৯। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী তাক্যীবিঁও
সৈন্যদের খবর পৌছেছে ? (১৮) ফেরাউন ও ছামূদের? (১৯) বরং কাফেররা (কোরআনের প্রতি) লিপ্ত রয়েছে মিথ্যায়; ১ ع ২২ ১০ রুকু

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

২০। অল্লা-হু মিওঁ অরা ~ য়িহিম্ মুহীত্ব। ২১। বাল্ হুওয়া কুরআ-নুম্ মাজীদুন্ ২২। ফী লাওহিম্ মাহ্ফূজ্
(২০) আর আল্লাহ তাদেরকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন, (২১) বরং সেই কোরআন সম্মানিত, (২২) সুরক্ষিত ফলকে।

সূরা ত্বোয়া-রিক্ব মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ১৭ রুকূ ঃ ১

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِنْ كُلُّ

১। অস্সামা — য়ি অত্বত্বোয়া-রিক্বি। ২। অমা ~ আদ্র-ক্ব মাত্বোয়া-রিক্বুন্। ৩। নাজ্মুছ্ ছাক্বিবু ৪। ইন্ কুল্লু
(১) কসম আকাশ ও রাতে যা প্রকাশিত হয়, (২) আর আপনি কি জানেন ত্বরিক কি? (৩) তা উজ্জ্বল তারকা, (৪) নিশ্চয়ই

نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ

নাফ্সিল্লাম্মা-'আলাইহা- হা-ফিজ্। ৫। ফাল্ইয়ান্জুরিল্ ইন্সা-নু মিম্মা-খুলিক্ব্। ৬। খুলিক্ব মিম্ মা — য়িন্
সকল প্রাণেরই সংরক্ষক আছে। (৫) অতএব, মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে! (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে

دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ

দা-ফিক্বিঁও ৭। ইয়াখ্রুজু মিম্ বাইনিছ্ ছুল্বি অত্তার — য়িব্।৮।ইন্নাহূ 'আলা-রজ্ব্'ইহী লাক্ব -দির্। ৯। ইয়াওমা
স্ববেগে নির্গত পানি হতে। (৭) যা পিঠ ও বুকের মধ্য হতে নির্গত হয়। (৮) তিনি তাকে পুনঃ সৃষ্টিতে সক্ষম। (৯) যে দিন

تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

তুব্লাস্ সার — য়িরু। ১০। ফামা-লাহূ মিন্ কু ওয়াতিঁও অলা-না-ছির্। ১১। অস্সামা — য়ি যা-তির্ রাজ্'ই
সকলের গোপন তত্ত্ব পরীক্ষিত হবে, (১০) সে দিন না থাকবে শক্তি, আর না থাকবে সহায়ক। (১১) কসম বৃষ্টিওয়ালা আকাশের,

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ

১২। অল্ আরদ্বি যা-তিছ্ ছোয়াদ্'ই'। ১৩। ইন্নাহূ লাক্বওলুন্ ফাছ্লুঁও। ১৪। অমা-হুওয়া বিল্হায্ল্। ১৫। ইন্নাহুম্
(১২) আর বিদীর্ণ যমীনের, (১৩) নিশ্চয়ই তা (কোরআন) ফয়সালাকারী বাণী। (১৪) আর তা কোন নিরর্থক বস্তু নয়। (১৫) নিশ্চয়ই

يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

ইয়াকীদূনা কাইদাঁও। ১৬। অআকীদু কাইদা-। ১৭। ফামাহ্হিলিল্ কা-ফিরীনা আম্হিল্হুম্ রুওয়াইদা-।
তারা ষড়যন্ত্র করে, (১৬) আর আমিও নানা কৌশল করি। (১৭) সুতরাং আপনি কাফেরদেরকে সুযোগ দিন, কিছু অবকাশ দিন। ১ ع ১৭ ১১ রুকু

সূরা আ'লা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

১। সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল্ আ'লা। ২। ল্লাযী খলাক্ব ফাসাওয়্যা-। ৩। অল্লাযী ক্বদ্দার ফাহাদা-।
(১) আপনি মহান রবের নামের মহিমা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করে ভারসাম্যপূর্ণ করেন, (৩) আর পরিমিত করেন, পথ দেখান,

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦

৪। অল্লাযী ~ আখ্‌রজ্বাল্ মার্'আ-। ৫। ফাজ্ব'আলাহূ গুছা — য়ান্ আহ্ওয়া-। ৬। সানুক্বরিয়ুকা ফালা-তান্‌সা ~
(৪) আর যিনি তৃণ উৎপন্ন করেন, (৫) তারপর তাকে কালো আবর্জনা পরিণত করেন, (৬) আপনাকে পড়াব, ভুলবেন না,

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ

৭। ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হ্; ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্‌র অমা- ইয়াখ্‌ফা-। ৮। অনুইয়াস্‌সিরুকা লিল্‌ইয়ুস্‌রা-। ৯। ফাযাক্কির্
(৭) তবে যা আল্লাহ চান, তিনি বাহ্যিক ও গুপ্ত তত্ত্ব জানেন। (৮) আমি সহজ পথ গ্রহণে আপনাকে সাহায্য করব।(৯) উপদেশ

اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِىْ

ইন্ নাফা'আতিয্ যিক্‌রা-। ১০। সাইয়ায্‌যাক্কারু মাইঁ ইয়াখ্‌শা-। ১১। অইয়াতাজ্বান্নাবুহাল্ আশ্‌ক্বা ১২। ল্লাযী
ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দিন, (১০) যে ভয় করে, উপদেশ নিবে, (১১) সে উপেক্ষা করে যে হতভাগা, (১২) সে মহা

يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَ

ইয়াছ্‌লান্না-রল্ কুব্‌রা-। ১৩। ছুম্মা লা-ইয়ামূতু ফীহা-অলা-ইয়াহ্‌ইয়া-। ১৪। ক্বদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা-। ১৫। অ
আগুনে প্রবেশ করবে, (১৩) সেখানে না মরবে, আর না বাঁচবে। (১৪) সফলকাম পবিত্রতা অর্জনকারী। (১৫) এবং

ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ

যাকারস্‌মা রব্বিহী ফাছোয়াল্লা-। ১৬। বাল্ তু'ছিরূনাল্ হা-ইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া-। ১৭। অল্ আ-খিরতু খাইরুঁও ওয়া
যে রবের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। (১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ! (১৭) পরকাল

ع ১ ১৯ ১২ রুকূ

اَبْقٰى ۝١٧ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

আব্‌ক্বা-। ১৮। ইন্না হা-যা-লাফিছ্ ছুহুফিল্ উলা-। ১৯। ছুহুফি ইব্রা-হীমা অমূসা-।
(দুনিয়ার তুলনায়) বহুগুণে শ্রেয় ও স্থায়ী। (১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্বের গ্রন্থসমূহে আছে, (১৯) ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬ ঃ হুযূর (ছঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কায় জিবরাঈল (আঃ) যখন অহী নিয়ে আসতেন তিনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে পাঠ করা আরম্ভ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন যে, আপনি বিস্মৃতি হবেন না। আয়াত-৮ঃ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ এ নয় যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিবেন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়, বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাকেও এরূপ বল যে, যদি তুমি মানুষ হও তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে। এ স্থানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়, বরং কাজটি যে অপরিহার্য তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য হল, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, এ কথা নিশ্চিত। কাজেই এ উপকারী উপদেশ কখনও পরিত্যাগ করবে না।

সূরা গা-শিয়াহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৬
রুকূ ঃ ১

١ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

১। হাল্ আতা-কা হাদীছুল্ গ-শিয়াহ্। ২। উজূ হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ খ-শি'আতুন্। ৩। 'আ-মিলাতুন্ না-ছিবাতুন্।
(১) আপনার নিকট কি পরকালের বার্তা পৌঁছেছে? (২) সেদিন বহু চেহারা থাকবে অবনত, (৩) শ্রান্ত ক্লান্ত হবে,

٤ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦

৪। তাছ্‌লা-না-রন্ হা-মিয়াতান্। ৫। তুস্‌ক্বা-মিন্ 'আইনিন্ আ-নিয়াহ্। ৬। লাইসা লাহুম্ ত্বোয়া'আ-মুন্ ইল্লা-মিন্ দ্বোয়ারীই'
(৪) (তারা) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে, (৫) তারা ফুটন্ত ঝর্ণা হতে পানি পান করাবে, (৬) তাদের খাদ্য হবে কাঁটাযুক্ত শুলঝাড়,

٧ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا ۝٩

৭। ল্লা-ইয়ুস্‌মিনু অলা-ইয়ুগ্‌নী মিন্ জূ'ইন্। ৮। উজূ হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ না-'ইমাতুল্। ৯। লিসা'য়িহা-
(৭) না হবে পুষ্ট, আর না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (৮) সেদিন বহুমুখমণ্ডল হার্ষোৎফুল্ল হবে, (৯) নিজের সে কাজের বিনিময়ে

١٠ رَاضِيَةٌ ۝١٠ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١١ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١٢ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٣ فِيْهَا

র-দ্বিয়াতুন্। ১০। ফী জ্বান্নাতিন্ 'আ-লিয়াতি। ১১। ল্লা-তাস্‌মা'উ ফীহা-লা-গিয়াহ্।১২। ফীহা-'আইনুন্ জ্বা-রিয়াহ্। ১৩। ফীহা-
সন্তুষ্ট, (১০) উন্নত জান্নাতে থাকবে, (১১) সেখানে নিরর্থক কথা শুনবে না, (১২) ওতে প্রবাহিত ঝর্ণা থাকবে (১৩) সেখানে,

١٤ سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٤ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٥ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٦ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٧

ছুরুরুম্ মারফূ 'আতুও। ১৪। অ আক্‌ওয়া-বুম্ মাওদ্বূ'আতুও। ১৫। অনামা-রিক্বু মাছ্ ফূফাতুও।১৬। অযারা বিয়্যু মাবছূছাহ্।
থাকবে উন্নতমানের শয্যা। (১৪) আর সদা-প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ রয়েছে, (১৫) সারিসারি সাজানো বালিশ, (১৬) মূল্যবান গালিচা।

١٧ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٨ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٩

১৭। আফালা- ইয়ান্‌জুরূনা ইলাল্ ইবিলি কাইফা খুলিক্বত্ ১৮। অইলাস্ সামা — য়ি কাইফা রুফি'আত্।
(১৭) এরা কি উটের দিকে তাকায় না, কিভাবে তা সৃষ্ট? (১৮) আর আকাশের প্রতি কিভাবে তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

١٩ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝٢٠ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢١ فَذَكِّرْ

১৯। অইলাল্ জ্বিবা-লি কাইফা নুছিবাত্। ২০। অইলাল্ আর্‌দ্বি কাইফা সুত্বিহাত্ ২১। ফা যাক্‌কির্;
(১৯) পাহাড়ের প্রতি, কিভাবে তা স্থাপিত করা হয়েছে? (২০) যমীনের প্রতি, কিভাবে তা বিছানো? (২১) উপদেশ দিন,

আয়াত-২ ঃ আবৃতকারী অর্থাৎ কিয়ামত (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-৩ ঃ আবূ ইমরান যওফী (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমর (রাঃ) একদা একজন খৃষ্টান দরবেশের গির্জা অতিক্রমকালে দরবেশকে ডেকে বলল, হে দরবেশ! সে তাঁর প্রতি তাকাল। আবূ ইমরান বলেন, ওমর (রাঃ) তার প্রতি দৃষ্টি করতেই কাঁদতে লাগলেন। কেউ বলল, হে আমীরুল মু'মেনীন, আপনি তাকে দেখা মাত্রই কেন কাঁদলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ এর বাণী "বিপদগ্রস্ত এবং বিপদ ভোগান্তির কারণে কাতর হবে" মনে পড়ল, এটিই আমাকে কাঁদাল। (ইব্‌ঃ কাঃ) আয়াত-১৩ ঃ বহু পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের মতে সে আসনের মালিক তার উপর বসতে ইচ্ছা করলে তা নীচু হয়ে যাবে, পরে উঁচু হয়ে যাবে। (জাঃ বয়াঃ)
আয়াত-১৪ঃ "আকাওয়াব" সে সব পান পাত্রকে বলা হয়েছে যেগুলোর হাতল ও নালী থাকে না। (ফতঃ বয়াঃ)

إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ

ইন্নামা ~ আন্তা মুযাক্কির্। ২২। লাস্তা 'আলাইহিম্ বিমুসাইত্বিরিন্। ২৩। ইল্লা-মান্ তাওয়াল্লা-অকাফার। ২৪। ফাইয়ু'আয্যিবুহুল্

আপনি উপদেশকারীই; (২২) তাদের ওপর কর্মবিধায়ক নন, (২৩) বিমুখ ও কুফরী করলে (২৪) আল্লাহ তাকে প্রদান

১ ع ২৬ ১৩ রুকূ

اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ ★

লা-হুল্ 'আযা-বাল্ আক্‌বার্। ২৫। ইন্না ইলাইনা ~ ইইয়া-বাহুম্ ২৬। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- হিসা-বাহুম্

করবেন মহাশাস্তি।(২৫) নিশ্চয়ই তারা আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে,(২৬) অতঃপর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর।

● প্রথমাংশ

সূরা ফাজ্‌র মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৩০ রুকূ ঃ ১

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي

১। অল্ ফাজ্‌রি ২। অলাইয়া-লিন্ 'আশ্‌রিও।৩। অশ্‌শাফ্'ইঅল্‌ওয়াত্‌রি। ৪। অল্লাইলি ইযা-ইয়াস্‌র্। ৫। হাল্ ফী

(১) কসম ফজরের সময়ের, (২) আর কসম দশ রাতের, (৩) আর কসম জোড়-বেজোড়ের, (৪) আর কসম অবসানমুখী রাতের, (৫) আর তাতে

ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ

যা-লিকা ক্বাসামুল্লিযী হিজ্‌র্। ৬। আলাম্‌তার কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বি'আ-দিন্ ৭। ইরামা যা-তিল্

জ্ঞানীর জন্য শপথ আছে কি? (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে, আপনার রব আদজাতীর সঙ্গে কি করেছেন। (৭) ইরাম

الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

'ইমা-দি ৮। ল্লাতী লাম্ ইয়ুখ্‌লাক্ব্ মিছ্‌লুহা- ফিল্ বিলা-দি। ৯। অছামূদা ল্লাযীনা জ্বা-বুছ্

জাতীর সঙ্গে, যাদের দেহাকৃতি স্তম্ভের মত শক্ত ও লম্বা ছিল (৮) কোন দেশে তার সদৃশ্য সৃষ্টি নেই, (৯) আর ছামূদকে? যারা

الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ★

ছোয়াখ্‌রা বিল্‌ওয়া-দি। ১০। অ ফির্'আউনা যিল্ আওতা-দি। ১১। ল্লাযীনা ত্বোয়াগাও ফিল্ বিলা-দি

উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করত, (১০) আর বহু সৈন্য শিবিরের অধিকারী ফিরাউনকে? (১১) যারা ছিল দেশে সীমা লংঘণকারী,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ

১২। ফা আক্‌ছারূ ফী হাল্ ফাসা-দা। ১৩। ফাছোয়াব্বা 'আলাইহিম্ রব্বুকা সাওত্বোয়া- 'আযা-বিন্। ১৪। ইন্না রব্বাকা

(১২) অতঃপর সেখানে ফাসাদ বাড়িয়েছিল, (১৩) অতঃপর আপনার রব তাদের প্রতি শাস্তির আঘাত হানলেন, (১৪) নিশ্চয়ই

لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

লাবিল্ মিরছোয়া-দ্। ১৫। ফাআম্মাল্ ইন্‌সা-নু ইযা-মাব্‌তালা-হু রব্বুহূ ফাআক্‌রমাহূ অনা'আমাহূ ফাইয়াক্বূ লু

আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, (১৫) অতঃপর মানুষ তো এরূপ যে, রব মানুষকে পরীক্ষা করে সম্মান ও নেয়ামত প্রদান করলে বলে,

رَبِّيْۤ اَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾ وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْۤ اَهَانَنِ *

রব্বী ~ আক্‌রমান্। ১৬। আম্মা ~ ইয়া-মাব্‌তালা-হু ফাক্বদার 'আলাইহি রিয্‌ক্বহূ ফাইয়াকূ্‌লু রব্বী ~ আহা-নান্।
রব আমাকে সম্মানিত করলেন।(১৬) আর পরীক্ষা করে রিযিক সংকীর্ণ করলে বলে, আমার রব আমাকে হীন করলেন।

﴿١٧﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٩﴾ وَتَاْكُلُوْنَ

১৭। কাল্লা-বাল্ লা-তুক্‌রিমূনাল্ ইয়াতীমা। ১৮। অলা-তাহা — দ্দূ্‌না 'আলা-ত্বোয়া'আ-মিল্ মিস্‌কীনি। ১৯। অতা''কুলূ্‌ নাত্
(১৭) না, তোমরা এতিমকে সম্মান কর না, (১৮) আর মিসকীনের খাদ্যদানে তোমরা উৎসাহিত কর না, (১৯) আর তোমরা

التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿٢٠﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾ كَلَّاۤ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ

তুরা-ছা আক্‌লাল্লাম্মাঁও। ২০। অতুহিব্ব্‌নাল্ মা-লা হুব্বান্ জাম্মা-। ২১। কাল্লা ~ ইয়া-দুক্কাতিল্ আরদ্বু
উত্তরাধিকারীদের সম্পদ আত্মসাৎ কর। (২০) এবং তোমরা তোমাদের সম্পদকে বেশি ভালবাস। (২১) কখনও নয়, যখন যমীন

دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ

দাক্কান্ দাক্কাঁও।২২। অজ্বা — য়া রব্বুকা অল্ মালাকু ছোয়াফ্‌ফান্ ছোয়াফ্‌ফা-। ২৩। অজ্বী — য়া ইয়াওমায়িযিম্
ভেঙ্গে চুরে চূর্ণ- বিচূর্ণ করা হবে, (২২) আর যখন আপনার রব আসবেন, ফেরেশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত থাকবে (২৩) আর

بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٤﴾ يَقُوْلُ

বিজ্বাহান্নামা ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াতাযাক্‌কারুল্ ইন্‌সা-নু অ আন্না-লাহুয্ যিক্‌র-। ২৪। ইয়াকূ্‌লু
সেদিন জাহান্নাম আনীত হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তখন এ স্মরণ তার কি উপকারে আসবে ? (২৪) সে বলবে, হায়!

يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٥﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ وَّ

ইয়া-লাইতানী ক্বদ্দাম্‌তু লিহাইয়া-তী-। ২৫। ফা ইয়াওমায়িযিল্লা-ইয়ু'আয্‌যিবু 'আযা-বাহূ ~ আহাদুঁও। ২৬। অ
আর যদি আমার এ জীবনের জন্য পূর্বে কিছু পাঠাতাম? (২৫) সে দিন তাঁর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, (২৬) আর

لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٨﴾ ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ

লা-ইয়ুছিকু্‌ অছা-ক্বাহূ ~ আহাদ্।২৭। ইয়া ~ আইইয়াতুহান্নাফ্‌সুল্ মুত্ব মায়িন্নাতু। ২৮। রজি্‌'ঈ ~ ইলা-রব্বিকি
তাঁর বন্ধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না,(২৭) (আল্লাহর অনুগতদের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা!(২৮) তুমি তোমরা রবের কাছে

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٣٠﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ * ١ ع ٣٠ ١٤ রুকু

র-দ্বিয়াতাম্ মার্‌দ্বিয়্যাহ্। ২৯। ফাদ্‌খুলী ফী ই'বা-দী। ৩০। অদ্‌খুলী জ্বান্নাতী।
ফিরে আস সন্তুষ্ট ও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে। (২৯) অতঃপর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাহ্‌দের শামিল হও, (৩০) আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

আয়াত-১৮ঃ আল্লাহ বলেন, তোমরা দরিদ্রকে খাবার দানে না নিজে উৎসাহিত হও আর না অন্যকে উৎসাহিত কর। অথচ দরিদ্রদেরকে খাবার দান করা জ্ঞানী ও ধার্মিক সকলেরই নিকট মানিত একটি সৎকাজ। এটির বিপরীত দুর্ভাগা নির্বোধরা বলে থাকে, যখন আল্লাহই তাকে দেন নি এবং তিনি যখন এতিমের পিতাকে মৃত্যু দিলেন, তখন আমরা কেন তাকে খাদ্য দিব এবং এতিমের উপর দয়া করব। (তাফঃ হক্কানী) আয়াত-২২ঃ হাশরের ময়দানে আল্লাহর আগমন তাঁর গুণাবলী সমূহের একটি গুণ। পূর্ববর্তী নেককারদের মাযহাব এটিই। এটির উপর বিশ্বাস করা কর্তব্য। আয়াত-২৩ঃ 'তাজকার' শব্দের অর্থ বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফের সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করণীয় ছিল, আর সে কি করেছে। কিন্তু এ বুঝে আসাই তখন নিষ্ফল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয়; বরং কর্মফল প্রদানের জগত। (মাঃ কোঃ)

সূরা বালাদ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ১

(١) لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (٢) وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ (٣) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ *

১। লা ~ উক্‌সিমু বিহা-যাল্ বালাদি। ২। অআন্‌তা হিল্লুম্ বিহা-যাল্ বালাদি। ৩। অওয়া-লিদিঁও অমা-অলাদা

(১) আমি এ শহরের (মক্কা) কসম করছি,(২) আর এ নগরীতে আপনার জন্য যুদ্ধকরা হালাল হবে (৩) কসম জন্মদাতার ও সন্তানের,

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ (٥) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ

৪। লাক্বাদ্ খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না ফী কাবাদ্। ৫। আ ইয়াহ্‌সাবু আল্লাইঁ ইয়াক্ব্‌দিরা 'আলাইহি

(৪) আর আমি মানুষকে অত্যন্ত শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, (৫) সে কি মনে করে যে, কখনও কেউ তার ওপর ক্ষমতাশীল

أَحَدٌ (٦) يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا (٧) أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ (٨) أَلَمْ

আহাদ্। ৬। ইয়াক্বূলু আহ্‌লাক্‌তু মা-লা লুবাদা-। ৭। আইয়াহ্‌সাবু আল্লাম্ ইয়ারাহূ ~ আহাদ্। ৮। আলাম্

হবে না? (৬) বলে আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি,(৭) সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখে নি? (৮) আমি কি

نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ (٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ (١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (١١) فَلَا اقْتَحَمَ

নাজ্‌'আল্ লাহূ 'আইনাইনি। ৯। অলিসা নাওঁ অশাফাতাইনি। ১০। অহাদাইনা-হু ন্নাজ্‌দাইন্। ১১। ফালাক্ব্‌ তাহামাল্

তার দুটি চোখ সৃষ্টি করি নি? (৯) আর জিহ্বা ও দু ঠোঁট? (১০) আমি কি তাকে দুটি পথ দেখাই নি? (১১) সে তো দুর্গম

الْعَقَبَةَ (١٢) وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٤) أَوْ إِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ

আ'ক্ববাহ্। ১২। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্ 'আক্ববাহ্। ১৩। ফাক্কু রক্ববাতিন্। ১৪। আও ইত্‌'আ-মুন্ ফী ইয়াওমিন্ যী

ঘাটি অবলম্বন করে নি। (১২) আপনি কি দুর্গম ঘাটি চিনেন? (১৩) তা হলে কোন দাস মুক্তি, (১৪) বা দুর্ভিক্ষের দিনে

مَسْغَبَةٍ (١٥) يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٦) أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ

মাস্‌গাবাতিঁই। ১৫। ইয়াতীমান্ যা-মাক্ব্‌রবাতিন্। ১৬। আও মিস্‌কীনান্ যা-মাত্‌রবাহ্। ১৭। ছুম্মা কা-না মিনাল্লাযীনা

খাদ্য প্রদান করা,(১৫) এতিম স্বজনকে, (১৬) অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে। (১৭) তদুপরি এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, যারা

اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٨) أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ *

আ-মানূ অতাওয়া ছোয়াও বিছ্‌ছোয়াব্‌রি অতাওয়া ছোয়াওবিল্ মার্‌হামাহ্। ১৮। উলা — য়িকা আছ্‌হ্বাবুল্ মাইমানাহ্।

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর যারা পরস্পরকে ধৈর্য ও দয়া-মায়ার উপদেশ প্রদান করে। (১৮) তারাই ডানপন্থী।

১ ع ২০ ১৫ রুকূ

(١٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ (٢٠) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ *

১৯। অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা-হুম্ আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌য়ামাহ্। ২০। 'আলাইহিম না-রুম্ মু"ছোয়াদাহ্।

(১৯) আর যারা আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে তারাই বামপন্থী হতভাগা। (২০) তারা আগুনে পরিবেষ্টিত হবে।

ওয়াক্বফে লাযেম

সূরা শাম্‌স্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৫
রুকূ ঃ ১

(১) وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا (২) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا (৩) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا (৪) وَ

১। অশ্‌ শাম্‌সি অ দুহা-হা-। ২। অল্‌ ক্বামারি ইযা-তালা-হা-। ৩। অন্নাহা-রি ইযা-জ্বাল্লা-হা-। ৪। অল

(১) শপথ সূর্য ও তার কিরণের, (২) আর সূর্যের পশ্চাতে আসা চন্দ্রেরও শপথ (৩) আর সূর্যকে প্রকাশকারী দিবসেরও (৪) আর

الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا (৫) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا (৬) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا (৭) وَنَفْسٍ

লাইলি-ইযা ইয়াগ্‌শা-হা-। ৫। অস্‌সামা — য়ি অমা-বানা-হা-। ৬। অল্‌ আর্‌দ্বি অমা-ত্বোয়াহা-হা-। ৭। অ নাফ্‌সিঁও

সূর্য আচ্ছাদনকারী রাতেরও, (৫) আর আকাশ ও তার নির্মাতার, (৬) আর পৃথিবীর ও সংস্থাপনকারীর, (৭) আর মানবের

وَّمَا سَوّٰىهَا (৮) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا (৯) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (১০) وَقَدْ

অমা-সাওয়্যা-হা-। ৮। ফায়াল্‌হামাহা-ফুজ্‌বূরহা- অতাক্ব্‌ওয়া-হা-। ৯। ক্বদ্‌ আফ্‌লাহা-মান্‌ যাক্কা-হা-। ১০। অক্বদ্‌

ও সুবিন্যস্তকারীর, (৮) যিনি তাকে পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দিলেন, (৯) সে সফলকাম, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল, (১০) আর সেই

خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا (১১) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ (১২) اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ✻

খ-বা মান্‌ দাস্‌সা-হা-। ১১। ক্বায্‌যাবাত্‌ ছামূদু বিত্বোয়াগ্‌ওয়া-হা ~। ১২। ইযিম্‌ বা'আছা আশ্‌ক্বা-হা-

ব্যর্থ, যে পাপাচারে কুলুষিত হয়েছে। (১১) ছামূদ নিজের দুষ্টামীর কারণে অবাধ্য হয়ে অস্বীকার করেছিল.(১২) দুষ্ট ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হল।

(১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا (১৪) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا

১৩। ফাক্বা-লা লাহুম্‌ রসূলুল্লা-হি না-ক্বাতাল্লা-হি অসুক্ব্‌ ইয়া-হা-। ১৪। ফাকায্‌যাবূহু ফা'আক্বারূহা-

(১৩) অনন্তর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আল্লাহর উষ্ট্রী ও তার পানের ব্যাপারে বলল। (১৪) অনন্তর তারা তা মানল না, ১

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا (১৫) وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ✻ ع ১৫ ১৬

ফাদাম্‌দামা 'আলাইহিম্‌ রব্বুহুম্‌ বিযাম্‌বিহিম্‌ ফাসাওয়্যা-হা-। ১৫। অলা-ইয়াখ-ফু 'উক্ব্‌ বা-হা। রুকূ

বরং তাকে বদ করল তাদের পাপের কারণে রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন। (১৫) আর পরিণতির ভয় তাঁর নেই।

সূরা লাইল্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২১
রুকূ ঃ ১

(১) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى (২) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى (৩) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

১। অল্লাইলি ইযা-ইয়াগ্‌শা-। ২। অন্নাহা-রি ইযা-তাজ্বাল্লা-। ৩। অমা-খলাক্বায্‌ যাকার

(১) শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে, (২) আর আলোক উদ্ভাসিত দিনের শপথ, (৩) আর শপথ যিনি সৃষ্টি করেছেন

وَالْاُنْثٰى ۝٤ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٥ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٦ وَصَدَّقَ

অল্‌উন্‌সা- । ৪ । ইন্না সা'ইয়াকুম্ লাশাত্তা- । ৫ । ফাআম্মা মান্ আ'ত্বোয়া-অত্তাক্বা- । ৬ । অ ছোয়াদ্দাক্বা

নর-নারী তাঁর (৪) নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন্ন প্রকৃতির (৫) অনন্তর যে দান করে, মুত্তাকী হয়, (৬) আর যা কল্যাণ

بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨

বিল্‌হুস্‌না- । ৭ । ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্‌ইয়ুস্‌র- । ৮ । অআম্মা-মাম্ বাখিলা অস্‌তাগ্‌না- ।

তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, (৭) অতঃপর তাকে সহজ পথে চলতে দিব । (৮) আর যে কৃপণ এবং নিজেকে বেপরোয়া মনে করে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ

৯ । অ কায্‌যাবা বিল্‌হুস্‌না- । ১০ । ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্ 'উসরা । ১১ । অমা-ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌হু মা-লুহূ ~

(৯) উত্তমকে বর্জন করে, (১০) আমি তাকে কঠোর পথে চলতে দিব । (১১) যখন ধ্বংসে পতিত হবে, তখন তার সম্পদ

اِذَا تَرَدّٰى ۝١١ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى

ইযা-তারাদ্দা- । ১২ । ইন্না 'আলাইনা- লাল্‌হুদা- । ১৩ । অইন্না লানা- লাল্‌আ-খিরতা অল্ উলা- ।

তার কোন কাজে আসবে না । (১২) নিশ্চয়ই আমার দায়িত্ব পথ নির্দেশ করা, (১৩) আর আমিই ইহ-পরকালের মালিক ।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٥ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

১৪ । ফাআন্‌যার্‌তুকুম্ না-রান্ তালাজ্‌জোয়া- । ১৫ । লা-ইয়াছ্‌লা-হা ~ ইল্লাল্ আশ্‌ক্বা । ১৬ । ল্লাযী কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা- ।

(১৪) অনন্তর আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নির সতর্ক করেছি ।(১৫) তাতে কেবল তারাই প্রবেশ করবে যারা নিতান্ত হতভাগ্য ।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٧ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٨ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ

১৭ । অসাইয়ুজ্বান্নাবুহাল্ আত্‌ক্বা । ১৮ । ল্লাযী ইয়ু''তী মা-লাহূ ইয়াতাযাক্কা- । ১৯ । অমা-লিআহাদিন্ 'ইন্‌দাহূ

(১৬) আর যে মান্য করে না; বিমুখ ।(১৭) মুত্তাকীকে রাখা হবে দূরে । (১৮) আত্মশুদ্ধিতে যে সম্পদ দান করে ।(১৯) আর কারও

ع ১ ২১ ১৭ রুকু

مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۝٢٠ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢١ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

মিন্ নি'মাতিন্ তুজ্‌যা ~ । ২০ । ইল্লাব্‌তিগা — য়া অজ্‌হি রব্বিহিল্ 'আলা- । ২১ । অলাসাওফা ইয়ার্‌দ্বোয়া- ।

অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয় । (২০) কেবল তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে । (২১) আর সে সন্তোষ পাবেই ।

শানেনুযুল ঃ মক্কার গোত্রপতিদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং উমাইয়া ইবনে খল্‌ফ এ দু জন ছিলেন অত্যধিক সম্পদশালী । কিন্তু উভয়ে ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী । হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন মুসলমান এবং নবীদের পরবর্তী স্থানে অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বীয় শ্রম-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গকারী। আর উমাইয়া ইবনে খলফ একেতো ছিল কাফের তদুপরি ছিল কৃপণ ও বে-আদব। হযরত বেলাল (রাঃ) এ বদ ব্যক্তিরই ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন। এ কারণে উমাইয়া তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। হযরত আবুবকর (রাঃ) এটা জানতে পেরে তাঁর গোলাম নিছতাছ রুমী এবং তৎসঙ্গে চল্লিশ আওকিয়া অর্থাৎ চারশত বিশ তোলা চাঁদির বিনিময়ে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। এভাবে আরও সাতটি গোলাম বাঁদীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। একদিন হযরত আবূ আকবর (রাঃ) কম্বলাচ্ছিদিত হয়ে বসে আছেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওই কম্বল জড়ানো গরীব লোকটিকে আল্লাহ সালাম দিয়েছেন, যিনি স্বীয় সমুদয় সম্পদ আপনার প্রতি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এটাও জানতে চেয়েছেন যে, তিনি এ নিঃস্ব অবস্থায়ও কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, না অন্তরে কোন দুঃখভাব বহন করছেন? রাসূল (ছঃ) যখন এ সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছালেন, তখন তিনি ভাবাবেগে বলতে লাগলেন, আমি আপন পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি, সন্তুষ্ট আছি। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

সূরা দুহা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

(١) وَالضُّحٰى (٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى (٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى (٤) وَلَلْاٰخِرَةُ

১। অদ্বদুহা-। ২। অল্লাইলি ইযা- সাজা-। ৩। মা অদ্দা'আকা রব্বুকা অমা- ক্বলা-। ৪। অলাল্ আ-খিরাতু
(১) কসম পূর্বাহ্নের, (২) আর রাতে যখন তা নিস্তব্ধ হয়, (৩) রব আপনাকে না ত্যাগ করেছেন, না শত্রুতা করেছেন। (৪) আর

خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (٦) اَلَمْ يَجِدْكَ

খাইরুল্লাকা মিনাল্ উলা-। ৫। অলাসাওফা ইয়ু'ত্বীকা রব্বুকা ফাতার্‌দ্বোয়া-। ৬। আলাম্ ইয়াজ্বিদ্‌কা
আপনার জন্য পরকাল ইহকাল হতে উত্তম। (৫) রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি

يَتِيْمًا فَاٰوٰى (٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى (٨) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى

ইয়াতীমান্ ফাআ-ওয়া-। ৭। অওয়াজ্বাদাকা দ্বোয়া — ল্লান্ ফাহাদা-। ৮। অওয়াজ্বাদাকা 'আ — য়িলান্ ফাআগ্‌না-।
আপনাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেন নি? (৭) অজানা পেলেন, পরে পথ দেখালেন (৮) নিঃস্ব পেয়ে সম্পদশালী করলেন।

(٩) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ (١٠) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١١) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ع ১১ ১৮ রুকু

৯। ফাআম্মাল্ ইয়াতীমা ফালা-তাক্ব্‌হার্। ১০। অআম্মাস্ সা — য়িলা ফালা-তান্‌হার্। ১১। অ আম্মা - বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ্।
(৯) সুতরাং এতিমকে ধমক দেবেন না। (১০) প্রার্থীকে ধিক্কার দেবেন না। (১১) রবের নেয়ামতের কথা জানিয়ে দিন।

সূরা আলাম্ নাশ্‌রাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٣) الَّذِيْٓ اَنْقَضَ

১। আলাম্ নাশ্‌রাহ্ লাকা ছোয়াদ্‌রাকা। ২। অওয়াদ্বোয়া'না- 'আন্‌কা ওয়িয্‌রাকা। ৩। ল্লাযী ~ আন্‌ক্বাদ্বোয়া
(১) আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ প্রসারিত করি নি? (২) আর আপনার বোঝা অপসারিত করেছি, (৩) যা ছিল

ظَهْرَكَ (٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) اِنَّ مَعَ

জোয়াহ্‌রকা। ৪। অরাফা'না-লাকা যিক্‌রক্। ৫। ফাইন্না মা'আল্ উ'স্‌রি ইয়ুস্‌রান্। ৬। ইন্না মা'আল্
আপনার জন্য কষ্টদায়ক। (৪) আর আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি। (৫) অনন্তর নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে রয়েছে স্বস্তি, (৬) অবশ্যই দুঃখের

শানেনুযূল ঃ সূরা দুহা ঃ হুযূর (ছঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন দুই তিন রাত ইবাদতের জন্য উঠতে পারেন নি। জনৈক কাফির স্ত্রীলোক তাঁকে বলল, আপনার খোদা আপনাকে ত্যাগ করেছে, ঘটনাক্রমে তখন কিছুদিন ওহী অবতরণও বন্ধ ছিল। কাফিররা বলতে লাগল, মুহাম্মদের খোদা মুহাম্মদকে ত্যাগ করেছে, এ প্রসঙ্গেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ)
সূরা ইন শিরাহ ঃ আয়াত-৬ ঃ রাসূল (ছঃ) -এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ছয় মাস বয়সে মাতাও দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তারপর আট বছর বয়স পর্যন্ত স্নেহশীল দাদা আবদুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হতে থাকেন। অবশেষে বাহ্যিক প্রতিপালনের সৌভাগ্য তাঁর চাচা আবূ তালিবের ভাগ্যে আসে। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাহায্য সহানুভূতিতে কোন ত্রুটি করেন নি।

১ ع ৮ ১৯ রুকূ

الْعُسْرِ يُسْرًا (٧) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٨) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

উ'সরি ইয়ুস্‌রা-। ৭। ফাইযা-ফারাগ্‌তা ফান্‌ছোয়াব্‌। ৮। অইলা-রব্বিকা ফার্‌গব্‌।

সাথে রয়েছে স্বস্তি (৭) অতঃপর আপনি অবসর পেলেই সাধনা করবেন। (৮) আর আপনার রবের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

সূরা ত্বীন্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

(١) وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (٢) وَطُورِ سِينِينَ (٣) وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

১। অত্ত্বীনি অয্‌যাইতূনি। ২। অতূ্‌রি সীনীনা। ৩। অহা-যাল্‌ বালাদিল্‌ আমীন।

(১) আর কসম তানজীন ও যাইতুনের, (২) আর শপথ সিনাইয়ে অবস্থিত তূরের (৩) আর এ নিরাপদ শহরের শপথ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٥) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

৪। লাক্বদ্‌ খলাক্ব্‌নাল্‌ ইন্‌সা-না ফী আহ্‌সানি তাক্বওয়ীম্‌। ৫। ছুম্মা রদাদ্‌না-হু আস্‌ফালা

(৪) নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দেই হীন থেকে হীনতম

سَافِلِينَ (٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

সা-ফিলীন। ৬। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্‌ ছোয়া-লিহা-তি ফালাহুম্‌ আজ্‌রুন্‌ গইরু

অবস্থায় (৬) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা ব্যতীত, তাদের জন্য রয়েছে এমন শুভফল যা কখনও

১ ع ৮ ২০ রুকূ

مَمْنُونٍ (٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٨) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

মাম্‌নূন্‌। ৭। ফামা- ইয়ুকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্দীন্‌। ৮। আলাইসাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল্‌ হা-কিমীন্‌।

নিঃশেষ হবার নয়। (৭) এরপর কোন বস্তু কর্মফল সম্পর্কে তোমাকে অবিশ্বাসী করছে ? (৮) আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সূরা 'আলাক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

(١) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٣) اقْرَأْ وَ

১। ইক্বরা" বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খলাক্ব। ২। খলাকাল্‌ ইন্‌সা-না মিন্‌ 'আলাক্‌। ৩। ইক্বর" অ

(১) পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন, (৩) পড়ুন,

সূরা তীন্‌ ঃ আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ যৌবনের সেই অনুপম সুশ্রী ও সবল সুঠাম দেহ অসুন্দর ও দুর্বল হিসাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। এটি পুনঃ জীবিত হওয়ার সত্যতার পক্ষে একটি নিদর্শন। চিন্তা করলে যা বুঝা যায়। এ অর্থও হতে পারে, আমি মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব সে সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যে পর্যন্ত তার মানবতা পূর্ণ স্বভাব বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ স্বীয় স্রষ্টাকে স্বীকার করে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা। কিন্তু স্বীয় স্রষ্টা ও পালনকর্তার ব্যাপারে কুফুরীর পন্থা অবলম্বন করলে পশু অপেক্ষাও অধঃপতিত হয়ে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অবশ্য যারা স্বভাব চরিত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে যত্নবান হয় এবং সৎকর্ম পরায়ণ হয় তারা যথাযথভাবে সৃষ্টির সেরা জাতি হিসাবে থাকবে।

رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّآ اِنَّ

রব্বুকাল্ আকরমু। ৪। ল্লাযী 'আল্লামা বিল্‌ক্বালামি।৫। 'আল্লামাল্ ইন্‌সা-না মা-লাম্ ইয়া'লাম্।৬। কাল্লা ~ ইন্নাল্

আপনার রব সম্মানিত। (৪) যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন, (৫) মানুষকে শিখালেন তার অজানাকে (১) (৬) না, মানুষই

الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۝ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝

ইন্‌সা-না লাইয়াত্ব্‌গ ~। ৭। আর্‌রয়াহুস্ তাগ্‌না-। ৮। ইন্না ইলা- রব্বিকার্ রুজ্‌'আ-।

সীমালংঘণকারী। (৭) তা এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখে। (৮) নিশ্চয়ই রবের কাছে সকলকে ফিরতে হবে।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ

৯। আরয়াইতাল্লাযী ইয়ান্‌হা-। ১০। 'আব্‌দান্ ইযা-ছোয়াল্লা-। ১১। আরয়াইতা ইন্ কা-না

(৯) তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা প্রদান করে? (১০) আমার এক বান্দাকে, যখন নামায পড়ে। (১১) দেখেছ কি, যদি

عَلَى الْهُدٰىٓ ۝ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝ اَلَمْ يَعْلَمْ

'আলাল্ হুদা ~। ১২। আও আমার বিত্তাক্ব্‌ ওয়া-। ১৩। আরয়াইতা ইন্‌কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা-। ১৪। আলাম্ ইয়া'লাম্

সুপথে থাকে, (১২) বা তাক্‌ওয়ার আদেশ দেয়,(১৩) দেখেছ কি মিথ্যারোপকারীকে ও যে মুখ ফিরায়? (১৪) সে কি জানে

بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۬ لَنَسْفَعًاۢ بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

বিআন্নাল্লা-হা ইয়ার-। ১৫। কাল্লা-লায়িল্লাম্ ইয়ান্‌তাহি লানাস্‌ফা'আম্ বিন্না-ছিয়াতি ১৬। না-ছিয়াতিন্ কা-যিবাতিন্ খত্বিয়াহ্।

না যে, আল্লাহ দেখেন?(১৫) না, বিরত না হলে কপালের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে নিব.(১৬) মিথ্যাবাদী, অপরাধীর কপাল।

সেজদা

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

১৭। ফাল্ ইয়াদ্'উ না-দিয়াহ্। ১৮। সানাদ্'উয্ যাবা-নিয়াতা। ১৯। কাল্লা-; লা তুত্বি'হু অস্‌জুদ্ ওয়াক্ব্‌তারিব্।

(১৭) সে শহচরদের ডাকুক। (১৮) আমি জাহান্নামের প্রহরী ডাকব। (১৯) না, তার কথা শুনবেন না, সেজদা করুন, নিকটে আসুন।

সেজদাহ্-১৪ | ১ | ১৯ | ২১ | রুকু

সূরা ক্বাদ্‌র্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

১। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল্ ক্বদ্‌র্। ২। অমা ~ আদ্‌র-কা মা-লাইলাতুল্ ক্বদ্‌র্।

(১) নিশ্চয়ই আমি এটা (কোরআন) কদর-রাতে নাযীল করলাম। (২) আর আপনি কি জানেন, মহিমান্বিত রাত কি?

শানেনুযূল ঃ সূরা কদর ঃ ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)- থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করে নি। মুসলমানরা একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা নাযিল হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাতের ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদ লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে পার করে দেয়। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ সুরা নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। (মাযহারী)

⓷ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ⓸ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

৩। লাইলাতুল্ ক্বদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌র্ । ৪। তানায্‌যালুল্ মালা — য়িকাতু অর্‌রূহু

(৩) কদর (মহিমান্বিত) রাত, হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) সে রাতে প্রত্যেক বরকত পূর্ণ বিষয় নিয়ে ফেরেশতা ও

فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ⓹ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ফীহা- বিইয্‌নি রব্বিহিম্ মিন্ কুল্লি আম্‌র্। ৫। সালা-মুন্ হিয়া হাত্তা- মাত্ব্‌লাই'ল্ ফাজ্‌র্।

রূহ (জিব্রাঈল) (দুনিয়াতে) অবতীর্ণ হয়, স্বীয় রবের নির্দেশে। (৫) সে রাতে সম্পূর্ণ শান্তি, ফজর পর্যন্ত বিরাজিত থাকে।

সূরা বাইয়্যিনাহ্‌

মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮

রুকূ ঃ ১

⓵ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى

১। লাম্ ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি অল্ মুশ্‌রিকীনা মুন্‌ফাক্কীনা হাত্তা-

(১) কিতাবীদের মধ্যকার কাফেররা ও মুশরিকরা কিছুতেই কুফরী করা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি, যতক্ষণ না তাদের

تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ⓵ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ⓶ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ⓷ وَمَا

তা"তিয়াহুমুল্ বাইয়্যিনাতু ।২। রসূলুম্ মিনাল্লা-হি ইয়াত্‌লূ ছুহুফাম্ মুত্বোয়াহ্‌হারতান্। ৩। ফীহা-কুতুবুন্ ক্বাইয়িমাহ্‌ ৪। অ মা-

নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে। (২) আল্লাহ হতে রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে। (৩) তাতে রয়েছে সঠিক বিধান। (৪) আর

تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ⓸ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا

তাফার্‌রাক্বাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা ইল্লা- মিম্ বা'দি মা-জ্বা — য়াত্‌হুমুল্ বাইয়িনাহ্। ৫। অমা-

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হল। (৫) অথচ তারা

لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ

উমিরূ ~ ইল্লা-লিইয়া'বুদুল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা হুনাফা — য়া অইয়ুক্বীমুছ্ ছলা-তা অইয়ু'তুয্ যাকা-তা অযা-লিকা

আদিষ্ট হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করতে। নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এটাই

دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⓹ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ

দীনুল্ ক্বাইয়িমাহ্। ৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি অলমুশ্‌রিকীনা ফী না-রি জ্বাহান্নামা

সঠিক দ্বীন। (৬) নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে ও মুশরিকরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এস্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়াররাক বলেনঃ এ রাতকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ হল, আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য ছিল না, সে এ রাতে তওবা ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিতও হয়ে যায়। কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাদেরকে লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে ইসরাফিল, মীকাঈল, আজরাঈল ও জিবরাঈল (আঃ)। ফেরেশতাকে এসকল কাজ সোপর্দ করা হয়। (কুরতুবী)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ

খ-লিদীনা ফীহা-; উলা — য়িকা হুম্ শার্‌রুল্ বারিয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

অবস্থান করবে, তারাই অধম সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম। (৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই

اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

উলা — য়িকাহুম্ খইরুল্ বারিয়্যাহ্। ৮। জ্বাযা — য়ুহুম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ জ্বান্না-তু 'আদ্‌নিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্

সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের রবের কাছেই রয়েছে তাদের প্রতিদান, অনন্তকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; রদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম্ অরদ্বূ 'আন্‌হু; যা-লিকা লিমান্ খশিয়া রব্বাহ্।

থাকবে নহরসমূহ। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট; এটা তার জন্য, যে নিজ রবকে ভয় করে।

ع ১ ৮ ২৩ রুকূ

সূরা যিলযা-ল্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ

১। ইযা-যুল্‌যিলাতিল্ আর্‌দ্বু যিল্‌যা-লাহা-। ২। অআখ্‌রজ্বাতিল্ আরদ্বু আছ্‌ক্বা-লাহা-। ৩। অক্ব-লাল্

(১) পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হবে, (২) যখন ভূমি তার বোঝা বের করে দিবে, (৩) আর তখন লোকেরা

الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ

ইনসা-নু মা- লাহা-। ৪। ইয়াওমায়িযিন্ তুহাদ্দিছু আখ্‌বা-রহা-। ৫। বিআন্না রব্বাকা আওহা-লাহা-।

বলবে, তার কি হল? (৪) সে দিন তার সকল খবর বলবে। (৫) তা একারণে যে, তার রব তাকে এরূপ আদেশই দিবেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ

৬। ইয়াওমায়িযিই ইয়াছ্‌দুরুন্না-সু আশ্‌তা-তাল্ লিইয়ুরাও আ'মা-লাহুম্। ৭। ফামাই ইয়া'মাল্

(৬) মানুষ সে দিন দলে দলে বিভক্ত হয়ে বের হবে, যাতে নিজের আমলের প্রতিফলন দেখতে পায়। (৭) অতঃপর অণু

ع ১ ৮ ২৪ রুকূ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রতিন্ খইরাঁই ইয়ারহ্। ৮। অমাই ইয়া'মাল্ মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রতিন্ শার্‌রাঁই ইয়ারহ্

পরিমাণ নেক আমলকারীও তা আবলোকন করতে পারবে, (৮) আর অণু পরিমাণ বদ কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।

আয়াত-২ ঃ কিয়ামতের পূর্বে যমীনের অভ্যন্তরস্ত সমুদয় ধন-সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি যমীন উদগিরণ করে দিবে।
আয়াত-৩ ঃ অর্থাৎ মানুষ জীবিত হওয়ার এবং ভুকম্পনের এসব নিদর্শন দেখার পর, অথবা তাদের আত্মা ঠিক ভূকম্পনের সময় আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলবে, এ যমীনের কি হল যে, এ তো জোরে প্রকম্পিত হতে লাগল। আর নিজ অভ্যন্তরের সমুদয় বস্তু নিক্ষেপ করে দিল। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৬ ঃ অর্থাৎ সে দিন মানুষ নিজ নিজ সমাধি হতে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ হয়ে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। একদল মদ্য পায়ীদের, একদল চোরদের, একদল জালিমদের, এভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা মানুষ হিসাব-নিকাশান্তে কোন দল জান্নামের অধিবাসী এবং কোন দল জান্নাতবাসী হয়ে দোযখে ও বেহেস্তে প্রত্যাবর্তন করবে। (ফাওঃ ওছঃ)

سورة 'আ-দিয়াত্ — মক্কাবতীর্ণ

সূরা 'আ-দিয়াত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٣﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٤﴾ فَاَثَرْنَ

১। অল্ 'আ- দিয়া-তি দ্বোয়াব্‌হান্ ২। ফাল্ মূরিয়া-তি ক্বাদ্‌হান্ ৩। ফাল্‌মুগীর-তি ছুব্‌হান্ ৪। ফাআছার্‌না-
(১) কসম সেই অশ্বের যখন সে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ায়, (২) পরে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, (৩) প্রভাতকালে আক্রমণ করে, (৪) তখন

بِهٖ نَقْعًا ﴿٥﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٦﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى

বিহী নাক্ব্‌আ'ন্। ৫। ফাওয়াসাত্ব্‌না বিহী জাম্'আন্। ৬। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লিরব্বিহী লাকানূদ্। ৭। অইন্নাহূ 'আলা-
তা ধূলি উড়ায়, (৫) অতঃপর শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের অকৃতজ্ঞ। (৭) আর নিশ্চয়ই

ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٨﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٩﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا

যা-লিকা লাশাহীদ্। ৮। অইন্নাহূ লিহুব্বিল্ খইরি লাশাদীদ্। ৯। আফালা- ইয়া'লামু ইযা-বু'ছিরা মা-
এটা তার নিজেরই জানা। (৮) আর সে ধন সম্পদকে বেশি বেশি ভালবাসে। (৯) তার কি সেই সময়টি জানা নেই, যখন কবরবাসী

১ ع ১১ ২৫ রুকু فِى الْقُبُوْرِ ﴿١٠﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۞

ফিল্ ক্বুবুরি ১০। অহুছছিলা মা-ফিছ্ ছুদূরি ।১১। ইন্না রব্বাহুম্ বিহিম্ ইয়াওমায়িযিল লাখবীর্।
উত্থিত হবে? (১০) অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে? (১১) তাদের ব্যাপারে তাদের রব সে দিন ভালভাবে জানবেন।

সূরা ক্বা-রি'আহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ اَلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ

১। আল্‌ক্বা-রি'আতু ২। মাল্‌ক্বা-রি'আহ্। ৩। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্‌ক্বা-রি'আহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্না-সু
(১) মহা প্রলয়, (২) সেই মহা প্রলয় কি? (৩) আপনি কি জানেন সে মহা প্রলয় সম্পর্কে ?(৪) সেদিন লোকেরা সব ইতস্ততঃ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٥﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا

কাল্‌ফার শিল্ মাব্‌ছূছি। ৫। অতাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ই'হ্‌নিল্ মান্‌ফূশ্। ৬। ফাআম্মা-
বিক্ষিত পঙ্গ পালের ন্যায় হয়ে যাবে, (৫) আর পাহাড়সমূহ ধূনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় হয়ে যাবে, (৬) অতঃপর যার

আয়াত-৫ ঃ এটা অশ্বের কসম নয়; বরং অশ্বারোহীর শপথ। কারণ, বান্দাহর কোন আ'মল এ হতে বড় হতে পারে, যে আমলে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ অর্থাৎ মানুষ তার অকৃতজ্ঞতার উপর নিজ অবস্থার ভাষায় নিজেই সাক্ষী। (জাঃ বয়াঃ)
আয়াত-১ ঃ 'কারিয়াহ' শব্দের অর্থ করাঘাতকারী শব্দ বলে কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়কে বুঝানো হয়েছে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ সে দিন মানুষ হীনতা ও অস্থিরতা এবং সিঙ্গায় ফুক দানকারীর প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার দিক দিয়ে এরূপ হবে যেরূপ পতঙ্গ আগুনের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-১১ ঃ হুযুর (ছঃ) বললেন, মানব সন্তান যে আগুন জ্বালায়ে থাকে, তার নরকাগ্নির ৭০ ভাগের একভাগ। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, সে আগুন এ আগুন হতে উনসত্তর গুণ বেশি তেজস্বী। (ইবঃ কাঃ)

مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٧ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٨ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ

মান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ।৭। ফাহুওয়া ফী ঈ'শাতির্ রা-দ্বিয়াহ্ ৮। অআম্মা- মান্ খাফ্ফাত্

(ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে,(৭) অতঃপর সে তো সন্তোসজনক জীবন লাভ করবে,(৮) আর যার (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা

مَوَازِيْنُهٗ ۝٩ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝١٠ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١١ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١٢

মাওয়া-যীনুহূ। ৯। ফাউম্মুহূ হা-ওয়িয়াহ্। ১০। অমা ~ আদ্রা-কা মা-হিয়াহ্ ১১। না-রুন্ হা-মিয়াহ্।

হবে। (৯) অনন্তর তার বাসস্থান হবে হাবিয়ায় (১০) আপনি কি জানেন তা (হাবিয়া) কি? (১১) তা হল, এক উত্তপ্ত অগ্নি।

১ ع ১১ ২৬ রুকু

সূরা তাকা-ছুর্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮ রুকূ ঃ ১

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ

১। আল্‌হা-কুমুত্ তাকা-ছুরু ২। হাত্তা-যুর্‌তুমুল্ মাক্বা-বির্। ৩। কাল্লা-সাওফা তা'লামূনা ৪। ছুম্মা

(১) তোমাদেরকে প্রাচুর্যের লালসা ভুলিয়ে রাখে। (২) কবরে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) না, শীঘ্রই তোমরা জানবে। (৪) আবারও

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ

কাল্লা-সাওফা তা'লামূন্। ৫। কাল্লা-লাও তা'লামূনা ই'ল্‌মাল্ ইয়াক্বীন্। ৬। লাতারাউন্নাল্ জ্বাহীমা

বলছি, না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কখনই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে:

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

১ ع ৮ ২৭ রুকু

৭। ছুম্মা লাতারাউন্নাহা-'আইনাল্ ইয়াক্বীন। ৮। ছুম্মা লাতুস্‌য়ালুন্না ইয়াওমায়িযিন্ 'আনিন্নাঈ'ম্।

(৭) তারপর, তোমরা তা চাক্ষুষ দর্শন করবে। (৮) পরে সেদিন তোমরা অবশ্যই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা 'আছ্‌র্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩ রুকূ ঃ ১

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১। অল্ 'আছ্‌রি ২। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রিন্ ৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ

(১) কালের শপথ, (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, (৩) ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে,

শানেনুযূল ঃ সূরা তাকাছুর ঃ কুরাইশ বংশে দুটি গোত্র ছিল। একটি বনু আবদে মানাফ যাদের মধ্যে নবী করীম (ছঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অপর গোত্র হল বনু ছাহামের যাদের সরদার ছিল আছ ইবনে ওয়ায়েল। একদিন এ গোত্রদ্বয় পরস্পরের সাথে গর্ব করে একে অপরকে বলতে লাগল, আমরা ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যায় তোমাদের অপেক্ষা অধিক। অবশেষ পরিসংখ্যান করে দেখা গেল বনু আবদে মানাফ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন বনু ছাহাম গোত্রপতি বলল, আমাদের গোত্র বাহাদুর বিধায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় যুদ্ধে তাদের জীবনবসান হয়, তাই তাদেরও পরিসংখ্যান করতে হবে। অতঃপর তাদের সমাধি স্থলে গিয়ে জীবিত ও মৃত সকলের আদমশুমারী হল। তখন বনু ছাহামই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বৃথা কর্ম-কাণ্ডের দুর্ণাম করে এ সূরাটি নাযীল করেন।

ع ১ ৭ ২৮ রুকু

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ওয়া 'আমিলুছ্ ছোয়া -লিহা-তি অতাওয়া- ছোয়াও বিল্ হাক্ব্ কি অ তাওয়া-ছোয়াওবিছ্ ছোয়াব্‌র্।

নেক কাজ করে, এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ প্রদান করতে থাকে ও একে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করে।

সূরা হুমাযাহ্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯
রুকূ ঃ ১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ ① الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ②

১। অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি ল্লুমাযাতি। ২। নিল্লাযী জ্বামা'আ মা-লাওঁ অ'আদ্দাদাহূ।

(১) ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির যে, সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে। (২) যে অধিক লোভে অর্থ জমায় এবং বারবার গণনা করে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ③ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ④

৩। ইয়াহ্‌সাবু আন্না মা- লাহূ ~ আখ্‌লাদাহ্। ৪। কাল্লা-লাইয়ুম্‌বাযান্না ফিল্ হুত্বোয়ামাহ্।

(৩) সে মনে করে যে, সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে। (৪) কখনও নয় সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑤ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑥ الَّتِىْ تَطَّلِعُ

৫। অমা-আদ্‌রা-কা মাল্ হুত্বোয়ামাহ্ ৬। না-রুল্লা-হিল্ মূক্বাদাতু ৭। ল্লাতী তাত্ত্বোয়ালিউ'

(৫) আর আপনি কি জানেন, হুতামা কি? (৬) তা (হুতামা) আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। (৭) যা (শরীর স্পর্শ করামাত্র) অন্তর

ع ১ ৯ ২৯ রুকু

عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑦ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑧ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

'আলাল্ আফ্‌য়িদাহ্। ৮। ইন্নাহা- 'আলাইহিম্ মু'ছোয়াদাতুন্ ৯। ফী 'আমাদিম্ মুমাদ্দাহ্

পর্যন্ত গ্রাস করবে,। (৮) নিশ্চয়ই তা (সে আগুন) তাদের ওপর পরিবেষ্টিত করে দেয়া হবে, (৯) উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে

সূরা ফীল্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ① اَلَمْ يَجْعَلْ

১। আলাম্ তার কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বিআছ্‌হা-বিল্ ফীল্। ২। আলাম্ ইয়াজ্‌ 'আল্

(১) আপনি কি দেখেন নি, আপনার রব হস্তী বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার করলেন (কা'বা গৃহের ধ্বংসের ব্যাপারে)?(২) তিনি কি তাদের

শানেনুযূল ঃ সূরা ফিল ঃ আবিসিনিয়া রাজার প্রতিনিধি 'আবরাহা' কাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইয়ামেনের বিখ্যাত 'সানআ' শহরে নিজ খৃঃ ধর্মের নামে বহু অর্থ ব্যয়ে এক সুন্দর গির্জা নির্মাণ করলে আরবের কোরাইশরা এতে খুবই ব্যথিত হল। জনৈক আরব রাগান্বিত হয়ে নূতন কাবাতে পায়খানা করে দিল। ঘটনাক্রমে আগুন লাগিয়ে তা ভস্মীভূত হয়ে গেল; 'আবরাহা' ক্রোধান্বিত হয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনী ও হস্তী দল নিয়ে কাবা গৃহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে হরম সীমায় ওয়াদি মুহাস্‌সাব্ নামক স্থানে পৌঁছলে সমুদ্র হতে সবুজ ও হলুদ রং এর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামক এক প্রকার ছোট ছোট পাখী মুখেও থাবায় প্রস্তর খণ্ড নিয়ে আবরাহা বাহিনীর উপর বর্ষণ করতে লাগল। খোদায়ী শক্তিতে প্রস্তরখণ্ডগুলো যার উপর পড়ত, এক দিকে ঢুকে অপরদিকে বের হয়ে যেত। এতে প্রায় সকলই নিহত হল। (ফাওঃ ওছঃ)

১০৮

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝٢ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِمْ

কাইদাহুম্ ফী তাদ্বলীলিঁও ৩। অ আর্সালা 'আলাইহিম্ ত্বোয়াইরন্ আবা-বীলা- ৪। তারমীহিম্

(২) কৌশলকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন নি? (৩) আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি প্রেরণ করলেন। (৪) যারা তাদের

১ ع ৫ ৩০ রুকু

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥

বিহিজ্বা-রতিম্ মিন্ সিজ্জীলিন্ ৫। ফাজ্বা'আলাহুম্ কা'আছ্ফিম্ মা''কূল্।

উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করেছিল (৫) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষণকৃত ঘাসের ন্যায় করে দিলেন।

সূরা কুরাইশ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا

১। লিঈলা-ফি ক্বুরইশিন্। ২। ঈলা-ফিহিম্ রিহ্লাতাশ্ শিতা — য়ি অছ্ছোয়াইফ্। ৩। ফাল্ইয়া'বুদূ

(১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, (২) শীত ও গ্রীষ্মকালে সফরের অভ্যাসে, (৩) সুতরাং তাদের উচিত এ

১ ع ৪ ৩১ রুকু

رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

রব্বাহা-যাল্ বাইতি ৪। ল্লাযী আত্ব'আমাহুম্ মিন্ জু'ইঁও ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ্।

ঘরের (কা'বা) রবের ইবাদত করা, (৪) যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দান করেছেন, ভয়-ভীতি হতে নিরাপদে রেখেছেন।

সূরা মা-উন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭
রুকূ ঃ ১

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا

১। আরয়াইতাল্লাযী- ইয়ুকায্যিবু বিদ্দীন্। ২। ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উ'ল্ ইয়াতীমা ৩। অলা-

(১) আপনি কি দেখেছেন, সেই ব্যক্তিকে যে দ্বীনকে মিথ্যা মনে করে? (২) সে তো ঐ ব্যক্তি যে, এতিমকে ধাক্কা দেয়। (৩) এবং

يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَن

ইয়াহুদ্দ্ব 'আলা-তোয়া'আ- মিল্ মিসকীন্। ৪। ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছোয়াল্লীনা। ৫। ল্লাযীনাহুম্ 'আন্

মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না। (৪) অনন্তর ঐ নামায আদায়কারীর ধ্বংস, (৫) যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে

আয়াত-৪ঃ হুযূর (ছঃ) এর বংশের দ্বাদশ পুরুষ ছিলেন নযর ইবনে কেনানাহ। তাঁর বংশধররা হলেন কোরাইশ। তারা সকলে মক্কাতেই বসবাস করতেন। আরববাসীরা হজ্জে আগমন করলে তাঁকে মক্কার খাদেম হিসাবে দেখতেন। কোরাইশরাও তাঁর বাড়িতে গেলে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, এটিই তাঁর জীবিকার উপকরণ ছিল। শীতকালে ইয়ামেন এবং গরমকালে সিরিয়া ভ্রমণ করত। হরমের সম্মানার্থে কোরাশদের নিকট চোর-ডাকাত আসত না। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৫ঃ অর্থাৎ নামায কাযা করে অথবা জেনে শুনে শেষ সময়ে আদায় করে। (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৭ঃ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিষ যথাঃ সুঁচ, পাতিল, বাটি ও ডোল ইত্যাদি চাইলে দেয় না। আর এক অর্থ যাকাত দেয় না। নামাযে উদাসীনতার সাথে যাকাত দেয় না অর্থটার মিল আছে বিধায় মাওলানা থানভী (রঃ) এ অর্থই লিখেছেন। (বঃ কোঃ)

ع ১ ৭ ৩২ রুকু

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧

ছলা-তিহিম্ সা-হূন্। ৬। আল্লাযীনা হুম্ ইয়ুরা — য়ূনা ৭। অইয়াম্ না'উনাল্ মা-'উন্।

উদাসীন, (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে থাকে, (৭) সাধারণ জিনিস অন্যকে দান করা থেকে বিরত থাকে।

সূরা কাওছার্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

۝١ إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

১। ইন্না ~ আ'ত্বোয়াইনা-কাল্ কাওছার্। ২। ফাছোয়াল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্‌হার্।

(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার প্রদান করলাম।(২) অতএব আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন ও কোরবানী করুন।

ع ১ ৩ ৩৩ রুকু

۝٣ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

৩। ইন্না শা ~ নিয়াকা হুওয়াল্ আব্‌তার্।

(৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ।

সূরা কা-ফিরূন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬
রুকূ ঃ ১

۝١ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝٢ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٣ وَلَا أَنْتُمْ

১। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়ুহাল্ কা-ফিরূনা । ২। লা ~ আ'বুদু মা তা'বুদূনা। ৩। অলা ~ আন্‌তুম্

(১) (আপনি) বলে দিন, হে কাফেররা! (২) আমি তার গোলামী করি না, যার গোলামী তোমরা কর। (৩) তোমরাও তার

عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٤ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٥ وَلَا أَنْتُمْ

'আ-বিদূনা মা ~ আ'বুদ্। ৪। অলা ~ আনা 'আ-বিদুম্ মা-'আবাততুম্। ৫। অলা ~ আন্‌তুম্

গোলাম নও, যাঁর গোলামী আমি করি। (৪) আমি গোলাম নই তার, যার গোলামী তোমরা কর। (৫) তোমরাও তার

ع ১ ৬ ৩৪ রুকু

عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٦ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

'আ-বিদূনা মা ~ আ'বুদ্। ৬। লাকুম্ দীনুকুম্ অলিয়াদীন্।

গোলাম নও, যার গোলামী আমি করি। (৬) তোমাদের কাজের পরিণাম ফল তোমাদের, আমার কাজের পরিণাম ফল আমার।

শানেনুযূল ঃ সূরা কাফিরূন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ হুযুর (ছঃ)-এর কাছে এসে বলল: যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব। (কুরতবী) তিবরানীর রিওয়ায়তে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে হুযুর (ছঃ)-কে এ প্রস্তাব করল যে, আমরা আপনাকে এত বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব যে, এতে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। এটাও না মানলে, এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। তাদের এ আপোসমূলক কথার জবাবে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (মাযহারী)

সূরা নাছ্‌র্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৩ রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿٢﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ

১। ইযা-জ্বা — য়া নাছ্‌রুল্লা-হি অল্‌ফাত্‌হু ২। অরয়াইতান্না-সা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্‌

(১) (হে মুহাম্মদ!) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছবে, (২) আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে

১ ওয়াক্ফুন্নবী (ছাঃ)

اللّٰهِ أَفْوَاجًا ﴿٣﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ع ৩ রুকু ৩৫

লা-হি আফ্‌ওয়া-জ্বা-। ৩। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা অস্‌তাগ্‌ফির্‌হু; ইন্নাহূ কা-না তাওয়্যা-বা-।

প্রবেশ করতে দেখবেন,(৩) তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ মহিমা বর্ণনা করুন, ক্ষমা চান, তিনিই তাওবা কবূলকারী।

সূরা লাহাব্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৫ রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿٢﴾ مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٣﴾ سَيَصْلٰى

১। তাব্বাত্ ইয়াদা ~ আবী লাহাবিঁও অতাব্। ২। মা ~ আগ্‌না-'আন্‌হু মা-লুহূ অমা-কাসাব্ ৩। সাইয়াছ্‌লা-

(১) ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন ও উপার্জন কোন কাজে আসবে না।(৩) শীঘ্রই

১

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٤﴾ وَّامْرَأَتُهُ ۚ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٥﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ع ৫ রুকু ৩৬

না-রন্ যা-তা লাহাবিঁও। ৪। অম্‌রয়াতুহূ; হাম্মা-লাতাল্ হাত্বোয়াব্। ৫। ফী জ্বীদিহা-হাব্‌লুম্ মিম্ মাসাদ্।

সে অগ্নির লেলিহান শিখায় জ্বলবে।(৪) তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ বহনকারিণী। (৫) তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

সূরা ইখ্‌লা-ছ্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৪ রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ

১। ক্বুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ্। ২। আল্লা-হুচ্ছমাদ্। ৩। লাম্ ইয়ালিদ্

(১) (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক, (২) আল্লাহ কারোমুখাপেক্ষী নন, (৩) তিনি কাউকে জন্মও দেন নি,

শানেনুযূল ঃ সূরা লাহাব ঃ আবূ ল্যাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর চাচা। কুফুরীর কারণে সে রাসূল (ছঃ) এর ঘোর শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একদা আল্লাহর নির্দেশে আত্মীয়দেরকে সাফা পাহাড়ে সমবেত করে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিল। আবূ লাহাব ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তোমার সর্বনাশ হোক এজন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছ? এ প্রসঙ্গে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়। তার স্ত্রী উম্মে জামীলও রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করত। এ সূরাতে তারও নিন্দাবাদ করা হয়। এ সূরার ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের সাত দিন পরে আবূ লাহাব প্লেগ রোগে আক্রান্ত হল। সংক্রামক রোগ বিধায় ঘরের লোকেরাও ভয়ে অন্যত্র রেখে আসল, তার মৃত্যুর তিন দিন পর গর্ত করে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হল। (তাফঃ মাহঃ, বঃ কোঃ)

وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

অলাম্ ইয়ূলাদ্। ৪। অলাম্ ইয়া কুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ্।
আর তিনি জন্ম প্রাপ্তও নন। (৪) আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

সূরা ফালাক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

১। কু্ল্ আ'ঊযু বিরব্বিল্ ফালাক্বি। ২। মিন্ শার্‌রি মা-খলাক্ব। ৩। অমিন্ শার্‌রি গ-সিক্বিন্ ইযা-
(১) (হে মুহাম্মদ!) আপন বলে দিন, আশ্রয় চাই উষার রবের, (২) তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, (৩) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট

وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

অক্বব্। ৪। অমিন্ শার্‌রি ন্নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল্ 'উক্বদ্। ৫। অমিন্ শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা-হাসাদ্।
হতে যখন তা হয় গভীর ,(৪) আর গিরায় ফুঁদান কারিণীর অনিষ্ট হতে, (৫) আর হিংসাকারীর হিংসার অনিষ্ট হতে।

সূরা না-স্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬
রুকূ ঃ ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ

১। কু্ল্ আ'ঊযু বিরব্বিন্না-স্। ২। মালিকিন্না-স্ । ৩। ইলা-হি ন্না-স্
(১) বলুন, আশ্রয় চাই মানুষের রবের (২) মানুষের মালিকের (৩) মানুষের ইলাহের

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ

৪। মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-সি ৫। ল্লাযী ইউওয়াস্‌ওয়িসু
(৪) তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ,(৫) আর যে মানুষের মনে

فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

ফী ছুদূরিন্না-স্। ৬। মিনাল্ জ্বিন্নাতি অন্না-স্।
কুমন্ত্রণা প্রদান করে, (৬) জিন হোক, আর মানুষ হোক।

শানেনুযূল ঃ সূরা না-স ও ফালাক্ব ঃ বোখারী, মুসলিম ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, লবীদ নামক জনৈক ইহুদী তার কন্যাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি প্রায় এক বছর পর্যন্ত কিছুটা কষ্ট অনুভব করেন। কিন্তু তিন দিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ফালাক ও নাস এ সুরাদ্বয় অবতীর্ণ করেন। যাদুকারিণীরা রাসূল (ছঃ) এর আঁচড়ানো চুল ও চিরুনীর দাঁতের উপর যাদু-মন্ত্র পড়ে ১১টি গিরা দিয়েছিল। সূরা দুটিতেও ১১টি আয়াত আছে। একটি আয়াত পাঠে একটি গিরা খুলে যেত। এভাবে ১১টি আয়াত পাঠান্তে ১১টি গিরা খুলে গেল। আর হুযূর (ছঃ) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। আয়াত-৬ঃ 'খান্না-স' সে শয়তান, যার অভ্যাস হল, আল্লাহকে স্মরণকারলে সে দূরে সরে যায়। আর বান্দাহ গাফেল হলে সে এসে কু-প্ররোচনা দেয়। (বুখারী)